আল ফারক্কুস সরীহ বাইনা তাহাজ্জুদ ওয়াত তারাবীহ

মুহাম্মমাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

AL FARQUS SHARIH BAINA TAHAJJUD WAT TARABIH,

WRITTEN BY: MUHAMMAD ABDUL ALIM

প্রকাশনায়ঃ

আল হেরা প্রকাশনী

প্রকাশক

হাফিয মুহাম্মাদ ওবাইদুল্লাহ

ইলামবাজার, বাগোলবাটী, বীরভূম

মোবাইলঃ+৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

উৎসর্গ

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর প্রতি যিনি হারামাইন শরীফে ২০ রাকাআত তারাবীহর জামাআত শুরু করেছিলেন এবং তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে আলাদা আলাদা মনে করতেন।

প্রকাশকালঃ ১ ডিসেম্বর ২০১৫

মূল্যঃ ২৫ টাকা মাত্র

Al Farqus Sharih Baina Tahajjud Wat Tarabih, Written By Muhammad Abdul Alim, 1st Edition 1st December 2015, Published by Al Hera Publication, Ilambazar, Bagolbati, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs. 25/- (Twenty Rupise Only)

আল ফারক্কুস সরীহ বাইনা তাহাজ্জুদ ওয়াত তারাবীহ

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায

মুহাম্মমাদ আব্দুল আলিম

অঞ্জুমানে উলামায়ে আহনাফ, ইলামবাজার, বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ভূমিকা

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায পক্ষান্তরে আহলে হাদীসদের মতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায। তাদের কাছে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রমযান মাসে যেটা তারাবীহ বাকি ১১ মাস সেটাই তাহাজ্জুদ। অথচ এটা সম্পূর্ন ভ্রান্ত। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কোন দিন একই নামায নয়। দুটি আলাদা আলাদা নামায। কেননা, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদাভাবে পড়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মুজতাহীদীন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায কে আলাদা আলাদা বলে মনে করতেন। তাই এখানে আমি ৪০ টি প্রমান উল্লেখ করেছি যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায। এই পোস্ট পড়ার পর ইনশাল্লাহ সকলেই বুঝতে পারবেন আহলে হাদীসরা যে বলেন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায তা সম্পূর্ন ভ্রান্ত। ৪০ টি প্রমান নিচে পরপর ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হল,

১ নং প্রমানঃ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়েছিলেনঃ

আহলে হাদীসরা দাবী করেন যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদাভাবে পড়ার কোন প্রমান সহীহ হাদীসে নেই। তাই তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সহীহ হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়ার প্রমান আছে তাই আহলে হাদীসদের এই দাবী ভ্রান্ত এবং মরদুদ।

হাদীসটি হলঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ননা করেছেন, যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাসে একটি রাত্রে নামায পড়ছিলেন। আমি এলাম এবং তাঁর পিছনে দাঁডিয়ে গেলাম। দ্বিতীয় একজন ব্যাক্তি এলেন এবং তিনিও সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এইভাবে আমাদের মধ্যে একটি জামাআত হয়ে গেল। যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) অনুভব করলেন যে আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছি তখন তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে দিলেন এবং তিনি নিজের হুজরা মুবারকে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সেই নামায (দীর্ঘ) আদায় করলেন যা তিনি আমাদের কাছে পড়েন নি। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যখন সকাল হয়ে গেল তখন আমি হুযুরের কাছে আরয করলাম যে ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আপনি কি রাত্রে আমাদের অবস্থা এবং পরিস্থিতি বুঝে গেছিলেন? তখন তিনি [রাসুলুল্লাহ (সাঃ)] বললেন, হ্যাঁ, সেই অবস্থা এবং পরিস্থিতি আমাকে এটা করতে বাধ্য করেছিল। (মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫২)

হযরত আনাস (রাঃ) এর এই হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমান হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাসে সেই রাত্রে যে নামায সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে জামাআতে পড়েছিলেন সেটা আলাদা নামায ছিল এবং সেই নামায যা তিনি ঘরে হুজরা মুবারকে পড়েছিলেন তা আলাদা নামায ছিল। যে নামায তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পড়েছিলেন তা ছিল তারাবীহর নামায , এবং এই তারাবীরর নামায সমাপ্ত করে বাড়ীতে যে নামায পড়েছিলেন তা ছিল তাহাজ্জুদের নামায। কেননা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অভ্যাস ছিল যে তিনি তাহাজ্জুদের নামায হুজরা মুবারকে পড়তেন। যেহেতু হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন,

“রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রে নিজের হুজরা মুবারকে নামায পড়তেন।” (বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০১)

২ নং প্রমানঃ

সাহাবী তালিক বিন আলী (রাঃ) তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়েছিলেনঃ

সাহাবী তালিক বিন আলী (রাঃ) তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়েছিলেন তার প্রমানও হাদীস শরীফে আছে। যার দ্বারা বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

হাদীসটি হলঃ

হযরত কায়েস বিন তালিক (রাঃ) বর্ননা করেছেন যে (আমার পিতা) তালিক বিন আলী (রাঃ) রমযান মাসে একটি রাত্রে আমাদের বাড়িতে এলেন। এবং সন্ধে বেলায় আমাদের কাছে রোযার ইফতার করলেন। তিনি সেই রাত্রে আমাদেরকে নামায পড়ালেন এবং তার সাথে বেতের নামাযও পড়ালেন। তারপর তিনি মসজিদে চলে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে নামায পড়ালেন। যখন বেতের নামায বাকি রয়ে গেল তখন তিনি একজন ব্যাক্তিকে এগে (কাতারে) দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তিনি বললেন, সাথীদেরকে বেতের নামায পড়িয়ে দাও কেননা আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে এক রাত্রে দুইবার বেতের পড়া জায়েয নয়। (আবু দাউদ শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৩)

হাদীস থেকে প্রমান হয় যে, তালিক বিন আলী (রাঃ) প্রথমে যে বেতেরসহ নামায পড়েছিলেন তা ছিল তারাবীহর নামায এবং মসজিদে যে নামায সাথীদের সঙ্গে নামায পড়েছিলেন তা ছিল তাহাজ্জুদের নামায। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমান হয় যে তারাবীহর নামায আলাদা এবং তাহাজ্জুদের নামায আলাদা।

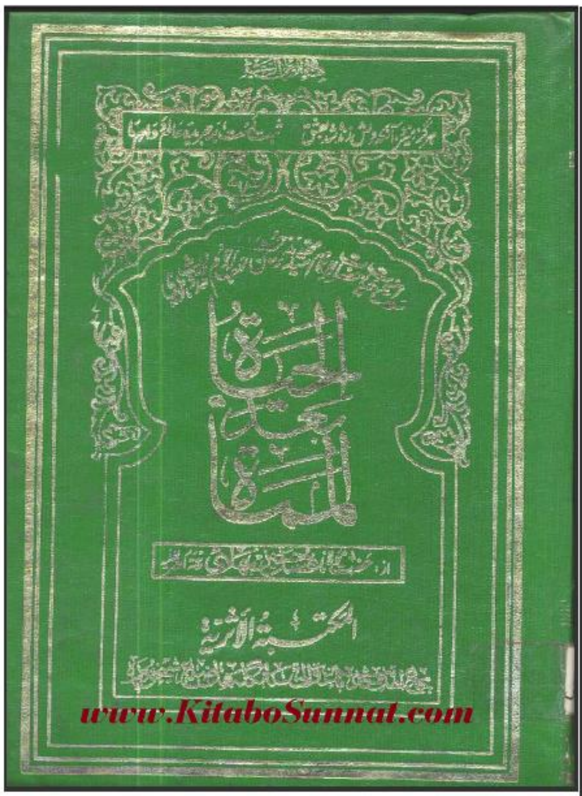
৩ নং প্রমানঃ

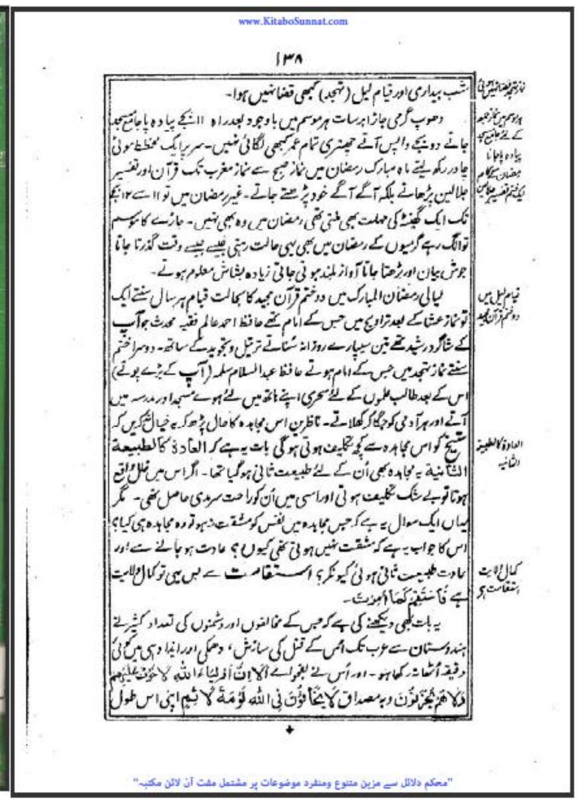
আহলে হাদিসদের শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়তেনঃ

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবীর জীবনীতে ফাযলে হুসাইন বিহারী লিখেছেন,

"(মিয়াঁ সাহেব) রমযানের রাত্রে দুইবার দাঁড়িয়ে কুরআল মজীদের খতম করা শুনতেন। একবার এশার নামাযের পর তারাবীহর সময়। এই সময় ইমাম হতেন হাফিয আহমদ আলম। তিনি ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন এবং তিনি মিয়াঁ সাহেবের শাগিরদ রশীদ ছিলেন। তিনি এক তৃতীয়াংশ প্রতিদিন তারতিলের সাথে কুরআন শুনাতেন। দ্বিতীয় খতম শুনতেন তাহাজ্জুদের নামাযে তখন এর ইমাম হতেন হাফিয আব্দুস সালাম (তিনি মিয়াঁ সাহেবের পোতা ছিলেন)।" (আল হায়াত বা'দাল মামাত, পৃষ্ঠা-১৩৮)

স্কেন পেজঃ




www.KitaboSunnat.com

۱۳۸

شب بیداری اور قیام لیل (تہجد) کبھی قضا نہیں ہوا۔
دھوپ گرمی جاڑا برسات ہر موسم میں باوجود بعد راہ ۱۱ بجے پیادہ پا جامع مسجد
جانے دو بجے واپس آتے چھتری تمام عمر کبھی لگائی نہیں۔ سر پر ایک منڈھی ہوئی
چادر رکھ لیتے ماہ مبارک رمضان میں نماز صبح سے نماز مغرب تک قرآن اور تفسیر
جلالین پڑھاتے بلکہ آگے آگے خود پڑھتے جاتے۔ غیر رمضان میں تو ۱۱ سے ۱۲ بجے
تک ایک گھنٹہ کی مہلت بھی ملتی تھی رمضان میں وہ بھی نہیں۔ جاڑے کا موسم
تو الگ رہے گرمیوں کے رمضان میں بھی یہی حالت رہتی جیسے جیسے وقت گذرتا جاتا
جوش بیان اور بڑھتا جاتا آواز بلند ہوتی جاتی زیادہ بشاش معلوم ہوتے۔
لیالی رمضان المبارک میں دو ختم قرآن مجید کا بحالت قیام ہر سال سنتے ایک
تو نماز عشا کے بعد تراویح میں جس کے امام تھے حافظ احمد عالم فقیہ محدث جو آپ
کے شاگرد رشید تھے تین سیپارے روزانہ سناتے ترتیل و تجوید کے ساتھ۔ دوسرا ختم
سنتے نماز تہجد میں جس کے امام ہوتے حافظ عبد السلام سلمہ (آپ کے بڑے پوتے)
اس کے بعد طالب علموں کے لئے سحری اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے مسجد اور مدرسہ میں
آتے اور ہر آدمی کو جگا کر کھلاتے۔ ناظرین اس مجاہدہ کا حال پڑھ کر یہ خیال کریں کہ
شیخ کو اس مجاہدہ سے کچھ تکلیف ہوتی ہوگی بات یہ ہے کہ العادۃ کالطبیعۃ
الثانیۃ یہ مجاہدہ بھی ان کے لئے طبیعت ثانی ہو گیا تھا۔ اگر اس میں خلل واقع
ہوتا تو بے شک تکلیف ہوتی اور اسی میں ان کو راحت سرمدی حاصل تھی۔ مگر
یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جس مجاہدہ میں نفس کو مشقت نہ ہو تو وہ مجاہدہ ہی کیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ مشقت نہیں ہوتی تھی کیوں؟ عادت ہو جانے سے اور
عادت طبیعت ثانی ہوئی کیونکر؟ استقامت سے بس یہی تو کمال ولایت
ہے فاستقم کما امرت۔
یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ جس کے مخالفوں اور دشمنوں کی تعداد کثیر نے
ہندوستان سے عرب تک اس کے قتل کی سازش، دھمکی اور ایذا دہی میں کوئی
دقیقہ اٹھا نہ رکھا ہو۔ اور اس نے بقولے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم یحزنون و بمصداق لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم اپنی اس طول

"محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

এখানে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়তেন। তাই বুঝা যায় যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায।

৪ নং প্রমানঃ

শায়খুল ইসলাম সানাউল্লাহ অমৃতসরীর ফতোয়াঃ

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী আহলে হাদীসদের শায়খুল ইসলাম ছিলেন। তিনি আহলে কুরআন বা মুনকিরে হাদীস দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ চাকড়ালবীর মতবাদ খন্ডন করতে গিয়ে 'আহলে হাদীস কা মাযহাব' নামক বইয়ে কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে প্রতিবাদ করেছেন। আব্দুল্লাহ চাকড়ালবী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে এক মনে করতেন। মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী আব্দুল্লাহ চাকড়ালবীর তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে যে এক মনে করতেন তা তিনি খন্ডন করেছেন। মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে আলাদা আলাদা মনে করতেন। (আহলে হাদীস কা মাযহাব, পৃষ্ঠা-৯২-৭)

একবার এক ব্যাক্তি মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীকে প্রশ্ন করেছিল,

"যে ব্যাক্তি রমযান মাসে এশার সময় তারাবীহর নামায পড়ে সেই ব্যাক্তি কি শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে পারবে কি?

জবাবঃ- পড়তে পারে। তাহাজ্জুদের সময়টাই হল সকালের আগে, রাতের প্রথম ভাগে তাহাজ্জুদ হয় হয় না।" (ফাতাওয়া সানাইয়া, পৃষ্ঠা-৪৩১)

৫ নং প্রমানঃ

হযরত উমার ফারুক রাজিআল্লাহু আনহুর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামাযঃ

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আহলে হাদীস মাওলানা আইনুল বারী সাহেব বুখারী শরীফের একটি হাদীস অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন, "তারপর (হযরত উমার) দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনু কাবের (রাঃ) পিছনে জামাআত করালেন। পরের রাতে তিনি আবার মসজিদে এলেন এবং সবাইকে একটি কারীর পিছনে জামাআতে নামায পড়তে দেখে বললেন, কি সুন্দর নতুন নিয়ম এটা। তবে হ্যাঁ (শেষরাতে

তাহাজ্জুদের) যে নামায থেকে তোমরা শুয়ে থাকতে তাই এই (তারাবীহ) থেকে উত্তম যা তোমরা এখন পড়ছ। তখন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ পড়ত।" (বুখারী শরীফ হাদীস নং ২০১০, আইনী তুহফা সলাতে মুস্তাফা, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০)

এখানে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন তারাবীহর নামায থেকে তাহাজ্জুদ উত্তম। এর দ্বারা বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায আলাদা। কেননা দুটি নামায আলাদা বলেই একে অপরের থেকে উত্তম। উদাহারণস্বরুপ বলা যায় যায়েদ যদি রহীমের থেকে উত্তম হয় তার মানে যায়েদ ও রহীম আলাদা ব্যাক্তি। কেননা যায়েদ ও রহীম যদি একই ব্যাক্তির দুটি নাম হত তাহলে কোনদিন বলা সম্ভব নয় যায়েদ রহীমের থেকে উত্তম। অনুরুপভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায একই নামায দুটি নাম হত তাহলে কোনদিন বলা সম্ভব নয় যে তাহাজ্জুদের নামায তারাবীহর থেকে উত্তম। সুতরাং বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমানিত্তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের দুটি আলাদা।

স্কেন পেজঃ



رقم الحديث ٢٠٠٨ — ٣١- كتاب صلاة التراويح ١- باب: فضل من قام رمضان

٣١ - كتاب صلاة التراويح

١- باب: فضل من قام رمضان

٢٠٠٨ - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة: أن أبا هريرة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لرمضان: «من قامه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه». [راجع: ٣٥. أخرجه مسلم: ٧٥٩، وبرواية برقم: ٧٦٠].

٢٠٠٩ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه».

قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر ﷺ. [راجع: ٣٥. أخرجه مسلم: ٧٥٩ وبرواية برقم: ٧٦٠].

٢٠١٠ - وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﷺ ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.

٢٠١١ - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ صلى، وذلك في رمضان. [راجع: ٧٢٩. أخرجه مسلم: ٧٦١، مطولا. أخرجه مسلم: ٧٨٢، باختلاف].

٢٠١٢ - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن رسول الله ﷺ خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله ﷺ فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: «أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها». فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك. [راجع: ٧٢٩. أخرجه مسلم: ٧٦١. وبعض معناه في أوله عند مسلم (٧٨٢)].

٢٠١٣ - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي». [راجع: ١١٤٧. أخرجه مسلم: ٧٣٨].



صحيح البخاري

تصنيف

الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

المتوفى سنة (٢٥٦)

طبعة مقابلة على النسخة السلطانية عن اليونينية، مزيدة ببعض الألفاظ من «فتح الباري»، و«تغليق التعليق»، مرقمة بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مبينة الأطراف، رمز لأطرافه باختلاف ألفاظ الحديث بينها، مخرجة من صحيح مسلم بأطرافها، مصححة الأخطاء التي وقع فيها المحققون، قابلة للنظر من المعجم المفهرس وغيره، مخرجة القراءات المعتمدة عند البخاري، معتنى بها فنيا، مزودة بفهارس الموضوعات والأحاديث والآثار

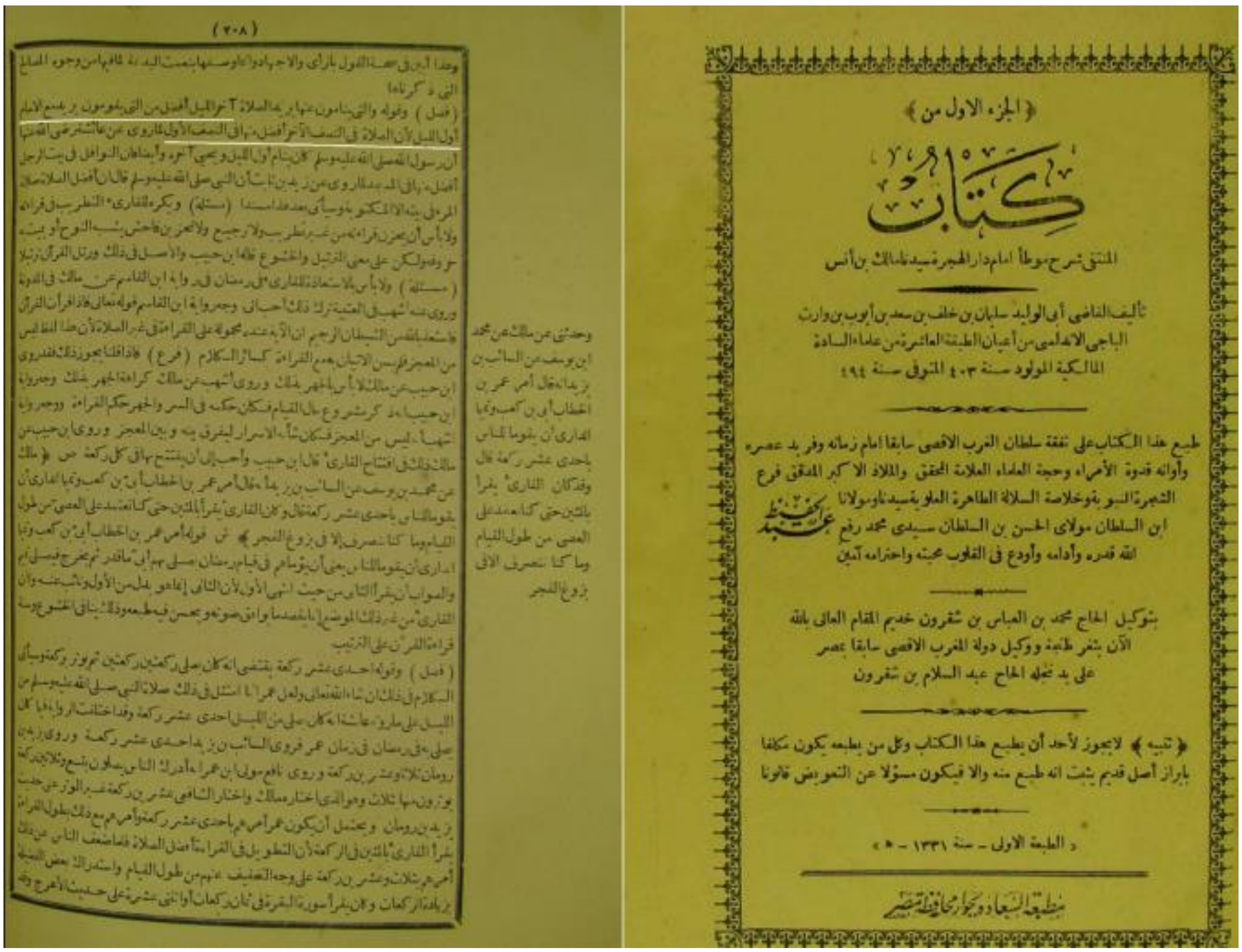
اعتنى به

أبو صهيب الكرمي

بيت الأفكار الدولية للنشر

১) হযরত ইমাম আবুল ওয়ালী সুলাইমান আল বাজী আল কুরতুবী (রহঃ) [মৃত্যু-৪৭৪ হিজরী] হযরত উমার (রাঃ) এর এই বক্তব্য থেকে দলীল গ্রহন করেছেন যে শেষরাতের কিয়ামের থেকে প্রথম রাতের কিয়াম উত্তম। (আল মুনতাকা লিল বাজী, পৃষ্ঠা-২০৪)

স্কেন পেজঃ



(٢٠٨)

وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر

﴿ الجزء الاول من ﴾

كتاب

المنتقى شرح موطأ امام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس

تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث
الباجي الاندلسي من أعيان الطبقة العاشرة من علماء السادة
المالكية المولود سنة ٤٠٣ المتوفى سنة ٤٩٤

طبع هذا الكتاب على نفقة سلطان المغرب الاقصى سابقا امام زمانه وفريد عصره
وأوانه قدوة الأمراء وحجة العلماء العلامة المحقق والملاذ الاكبر المدقق فرع
الشجرة النبوية وخلاصة السلالة الطاهرة العلوية سيدنا ومولانا عبد الحفيظ
ابن السلطان مولاي الحسن بن السلطان سيدي محمد رفع
الله قدره وأدامه وأودع في القلوب محبته واحترامه آمين

بتوكيل الحاج محمد بن العباس بن شقرون خديم المقام العالي بالله
الآن بثغر طنجة ووكيل دولة المغرب الاقصى سابقا بمصر
على يد نجله الحاج عبد السلام بن شقرون

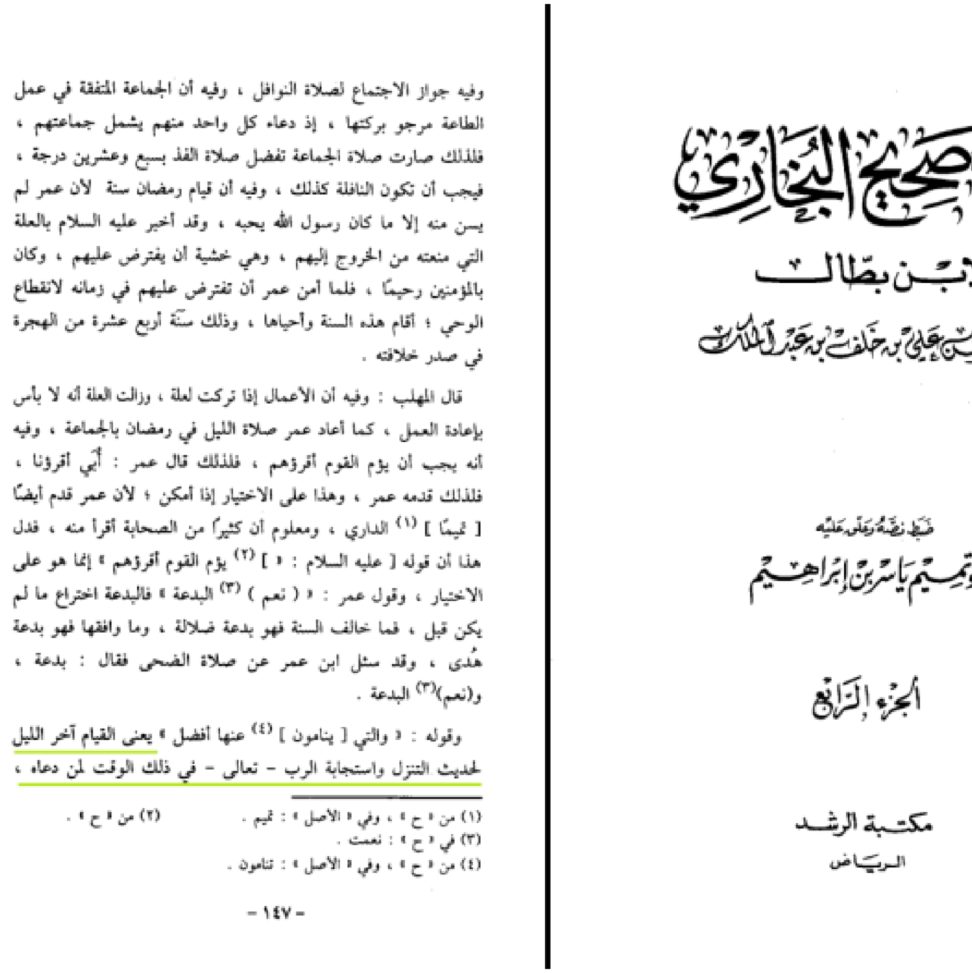
﴿ تنبيه ﴾ لايجوز لأحد أن يطبع هذا الكتاب وكل من يطبعه يكون مكلفا
بإبراز أصل قديم يثبت انه طبع منه والا فيكون مسؤلا عن التعويض قانونا

« الطبعة الاولى ـ سنة ١٣٣١ ـ ه »

مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر

২) হযরত ইমামা ইবনে বাত্তাল (রহঃ) [মৃত্যু-৪৪৯ হিজরী] মাঝরাতের নামাযের থেকে প্রথম রাতের নামায কেন উত্তম তা বর্নণা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘‘মাঝরাতের নামায (তাহাজ্জুদ) আল্লাহ তাআলার অবতরণ, বান্দার দুয়া কবুল হওয়ার জন্য উত্তম।’’ (শারাহ সহীহ বুখারী লিল ইবনে বাত্তাল, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৭)

স্কেন পেজঃ



شرح صحيح البخاري

لابن بطال

أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك

ضبط نصه وعلق عليه

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

الجزء الرابع

مكتبة الرشد

الرياض

وفيه جواز الاجتماع لصلاة النوافل ، وفيه أن الجماعة المتفقة في عمل الطاعة مرجو بركتها ، إذ دعاء كل واحد منهم يشمل جماعتهم ، فلذلك صارت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، فيجب أن تكون النافلة كذلك ، وفيه أن قيام رمضان سنة لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان رسول الله يحبه ، وقد أخبر عليه السلام بالعلة التي منعته من الخروج إليهم ، وهي خشية أن يفترض عليهم ، وكان بالمؤمنين رحيمًا ، فلما أمن عمر أن تفترض عليهم في زمانه لانقطاع الوحي ؛ أقام هذه السنة وأحياها ، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة في صدر خلافته .

قال المهلب : وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة ، وزالت العلة أنه لا بأس بإعادة العمل ، كما أعاد عمر صلاة الليل في رمضان بالجماعة ، وفيه أنه يجب أن يؤم القوم أقرؤهم ، فلذلك قال عمر : أُبي أقرؤنا ، فلذلك قدمه عمر ، وهذا على الاختيار إذا أمكن ؛ لأن عمر قدم أيضًا [تميمًا] (١) الداري ، ومعلوم أن كثيرًا من الصحابة أقرأ منه ، فدل هذا أن قوله [عليه السلام : «] (٢) يؤم القوم أقرؤهم » إنما هو على الاختيار ، وقول عمر : « (نعم) (٣) البدعة » فالبدعة اختراع ما لم يكن قبل ، فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة ، وما وافقها فهو بدعة هُدى ، وقد سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال : بدعة ، و(نعم)(٣) البدعة .

وقوله : « والتي [ينامون] (٤) عنها أفضل » يعني القيام آخر الليل لحديث التنزل واستجابة الرب - تعالى - في ذلك الوقت لمن دعاه ،

(١) من « ح » ، وفي « الأصل » : تميم . (٢) من « ح » .
(٣) في « ح » : نعمت .
(٤) من « ح » ، وفي « الأصل » : تنامون .

- ١٤٧ -

৩) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) [মৃত্যু-৪৪৯ হিজরী] বলেছেন, ‘‘(হযরত উমার রাঃ এর বক্তব্য থেকে) স্পষ্ট যে প্রথম রাতের (তারাবীহ) থেকে। শেষরাতের (তাহাজ্জুদের নামায) উত্তম।’’ (ফাতহুল বারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৩)

স্কেন পেজঃ



٢٥٣ الحديث ٢٠٠٨ - ٢٠١٣

، يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ، وسيأتى فى تفسير البقرة قول عمر « أقرؤنا أبى » . وروى سعيد بن منصور من طريق عروة « ان عمر جمع الناس على أبى بن كعب فكان يصلى بالرجال ، وكان تميم الدارى يصلى بالنساء » ورواه محمد بن نصر فى « كتاب قيام الليل » له من هذا الوجه فقال « سليمان بن أبى حثمة » بدل تميم الدارى ، ولعل ذلك كان فى وقتين . قوله (فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم(١)) أى إمامهم المذكور ، وفيه إشعار بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان يرى أن الصلاة فى بيته ولا سيما فى آخر الليل أفضل ، وقد روى محمد بن نصر فى « قيام الليل » من طريق طاوس عن ابن عباس قال « كنت عند عمر فى المسجد ، فسمع هيعة الناس فقال : ما هذا ؟ قيل : خرجوا من المسجد ، وذلك فى رمضان ، فقال : ما بقى من الليل أحب إلى مما مضى » ومن طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه من قوله . قوله (قال عمر نعم البدعة) فى بعض الروايات « نعمت البدعة » بزيادة تاء ، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتطلق فى الشرع فى مقابل السنة فتكون مذمومة ، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن فى الشرع فهى حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح فى الشرع فهى مستقبحة وإلا فهى من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة . قوله (والتى ينامون عنها أفضل) هذا تصريح منه بأن الصلاة فى آخر الليل أفضل من أوله ، لكن ليس فيه أن الصلاة فى قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . (تكميل) : لم يقع فى هذه الرواية عدد الركعات التى كان يصلى بها أبى بن كعب ، وقد اختلف فى ذلك ففى « الموطأ » عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة ، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه « وكانوا يقرءون بالمائتين ويقومون على العصى من طول القيام » ورواه محمد بن نصر المروزى من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن يوسف فقال ثلاث عشرة ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين ، وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوتر ، وعن يزيد بن رومان قال « كان الناس يقومون فى زمان عمر بثلاث وعشرين » وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال « أدركتهم فى رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر » والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال ، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم الداودى وغيره ، والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث فى الباب ، والثانى قريب منه ، والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف فى الوتر وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث ، وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال « أدركت الناس فى إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز - يعنى بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث » وقال مالك هو الأمر القديم عندنا . وعن الزعفرانى عن الشافعى « رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين ، وليس فى شىء من ذلك ضيق » وعنه قال : إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن ، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن ، والأول أحب إلى . وقال الترمذى : أكثر ما قيل فيه أنها تصلى إحدى وأربعين ركعة يعنى بالوتر ، كذا قال . وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد : تصلى أربعين ويوتر بسبع ، وقيل ثمان وثلاثين ذكره محمد بن نصر عن ابن أيمن عن مالك ، وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر ، لكن صرح فى روايته بأنه يوتر بواحدة ، فتكون أربعين إلا واحدة ، قال مالك : وعلى هذا العمل

(١) هذه الرواية تختلف عن رواية المتن ، ورواية المتن هى التى شرح عليها القسطلانى



৪) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) [মৃত্যু-৪৫৫ হিজরী] স্বীয় ‘উমদাতুল কারী’ গ্রন্থের খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১২৬ এ এই কথায় বলেছেন।

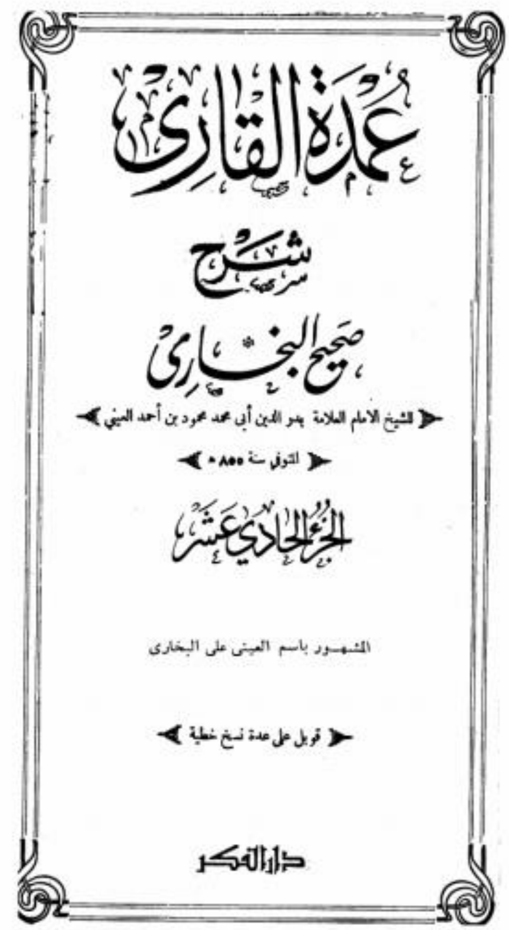
স্কেন পেজঃ



١٢٦ بيان معناه

قوله «عن ابن شهاب» عطف على قوله «قال ابن شهاب» وهو موصول بالاسناد المذكور قوله «عن عبد الرحمن ابن عبد القاري» بتشديد الياء نسبة الى القارة بن ديش بن محلم بن غالب المدني وكان عامل عمر رضي الله تعالى عنه على بيت المسلمين مات بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنة قال ابن معين هو ثقة وقيل ان له صحبة قوله «فاذا الناس» كلمة اذا للمفاجأة قوله «اوزاع» بسكون الواو وبعدها زاي قال ابن الاثير اى متفرقون اراد انهم كانوا يتنفلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرقين وقال الجوهري اوزاع من الناس اى جماعات قال الخطابي لا واحد لها من لفظها (قلت) فعلى قوله متفرقون في الحديث يكون صفة لاوزاع اى جماعات متفرقون وعلى قول ابن الاثير يكون متفرقون تاكيدا لفظيا قوله «يصلي الرجل» يجوز ان يكون الالف واللام فيه للجنس اوللعهد قوله «الرهط» ما بين الثلاثة الى العشرة ويقال الى الاربعين قوله «اني ارى» هذا من اجتهاد عمر واستنباطه من اقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين وقاس ذلك على جمع الناس على واحد في الفرض ولما في اختلاف الائمة من افتراق الكلمة ولانه انشط لكثير من الناس على الصلاة قوله «لكان امثل» اى افضل وقيل اسد قوله «فجمعهم على ابي بن كعب» اى جعله لهم اماما يصلي بهم التراويح وكان عمر رضي الله تعالى عنه اختاره عملا بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «يؤمهم اقرؤهم لكتاب الله» وروى سعيد بن منصور من طريق عروة ان عمر جمع الناس على ابي بن كعب فكان يصلي بالرجال وكان تميم الداري يصلي بالنساء ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له من هذا الوجه فقال سليمان بن ابي حثمة بدل تميم الداري ولعل ذلك كان في وقتين قوله «ثم خرجت معه» اى مع عمر ليلة اخرى وفيه اشعار بان عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يواظب الصلاة معهم وكانه يرى ان الصلاة في بيته افضل ولاسيما في آخر الليل وعن هذا قال الطحاوي التراويح في البيت افضل قوله «نعم البدعة» وروى «نعمت البدعة» بزيادة التاء ويقال نعم كلمة تجمع المحاسن كلها وبئس كلمة تجمع المساوي كلها وانما دعاها بدعة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم ولا كانت في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ورغب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها بقوله نعم ليدل على فضلها ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها والبدعة في الاصل احداث امر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم البدعة على نوعين ان كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وان كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة قوله «والتي ينامون عنها» اى الفرقة التي ينامون عن صلاة التراويح افضل من الفرقة التي يقومون يريد آخر الليل وفيه تصريح ان الصلاة في آخر الليل افضل من اوله ولم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها ابي بن كعب، وقد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على اقوال كثيرة فقيل احدى واربعون وقال الترمذي رأى بعضهم ان يصلي احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة قال شيخنا رحمه الله وهو اكثر ما قيل فيه (قلت) ذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن الاسود بن يزيد كان يصلي اربعين ركعة ويوتر بسبع هكذا ذكره ولم يقل ان الوتر من الاربعين وقيل ثمان وثلاثون رواه محمد بن نصر من طريق ابن ايمن عن مالك قال يستحب ان يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة ثم يسلم الامام والناس ثم يوتر بهم بواحدة قال وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة الى اليوم هكذا روى ابن ايمن عن مالك وكانه جمع ركعتين من الوتر مع قيام رمضان والا فالمشهور عن مالك ست وثلاثون والوتر بثلاث والعدد واحد وقيل ست وثلاثون وهو الذي عليه عمل اهل المدينة وروى ابن وهب قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع قال لم ادرك الناس الا وهم يصلون تسعا وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث، وقيل اربع وثلاثون على ما حكى عن زرارة بن اوفى انه كذلك كان يصلي بهم في العشر الاخير، وقيل ثمان وعشرون وهو المروي عن زرارة بن اوفى في العشرين الاولين من الشهر وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الاخير وقيل اربع وعشرون وهو مروي عن سعيد بن جبير وقيل عشرون وحكاه الترمذي عن اكثر اهل العلم فانه روي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة وهو قول اصحابنا الحنفية اما اثر عمر رضي الله تعالى عنه فرواه

مالك



عمدة القاري

شرح

صحيح البخاري

للشيخ الامام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني

المتوفى سنة ٨٥٥ هـ

الجزء الحادي عشر

المشهور باسم العيني على البخاري

قوبل على عدة نسخ خطية

دار الفكر

৫) ইমামুস শায়খ হযরত আব্দুল কাদীর জ্বিলানীও (রহঃ) [মৃত্যু-৫৬১ হিজরী] হযরত উমার (রাঃ) এর এই বক্তব্য থেকে তারাবীহর পরে তাহাজ্জুদ নামায আলাদা পড়ার দলীল কায়েম করেছেন। (গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃষ্ঠা-২৬৯)

স্কেন পেজঃ



ينهض فيبدأ بسورة البقرة. ويستحبّ له قراءة الختمة كاملة ليسمع الناس جميع القرآن فيقفوا على ما فيه من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر، ولا يستحب الزيادة على ختمة واحدة، لئلا يشق ذلك على المؤمومين فيضجروا وتلحقهم السآمة ويكرهوا الجماعة ويثقلوا بها، فيفوتهم أجر عظيم وثواب جزيل، فيكون ذلك بسبب الإمام فيعظم إثمه فيكون من الآثمين، وقد قال النبيّ ﷺ في مثل ذلك لمعاذ رضي الله عنه: «أفتان أنت يا معاذ» وذلك لما صلى بقوم وطوّل في القراءة وقطع أحدهم الصلاة وانفرد، ثم شكا ذلك إلى النبيّ ﷺ. ويستحبّ تأخير الوتر إلى آخر صلاة التراويح، ويقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، لأن النبيّ ﷺ كذلك كان يصلي ويكره التنفل بين كل ترويحتين، ويكره أن يصلي التراويح في مسجدين، وكذلك صلاة النوافل في جماعة بعد التراويح في إحدى الروايتين، لأنه هو التعقب، وذلك مكروه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كرهه بل ينام نومة خفيفة، ثم يقوم ويأتي بما شاء من النوافل والتهجد ثم يرجع إلى منامه، وهي ناشئة الليل التي أثنى الله عليها وذكرها وقال: ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً﴾ [سورة المزمل، الآية: ٦]. والرواية الثانية: أن ذلك جائز غير مكروه لكنه يؤخره لما روي عمر رضي الله عنه قال: تدعون فضل الليل آخره الساعة التي تنامون أحبّ إليّ من الساعة التي تقومون.

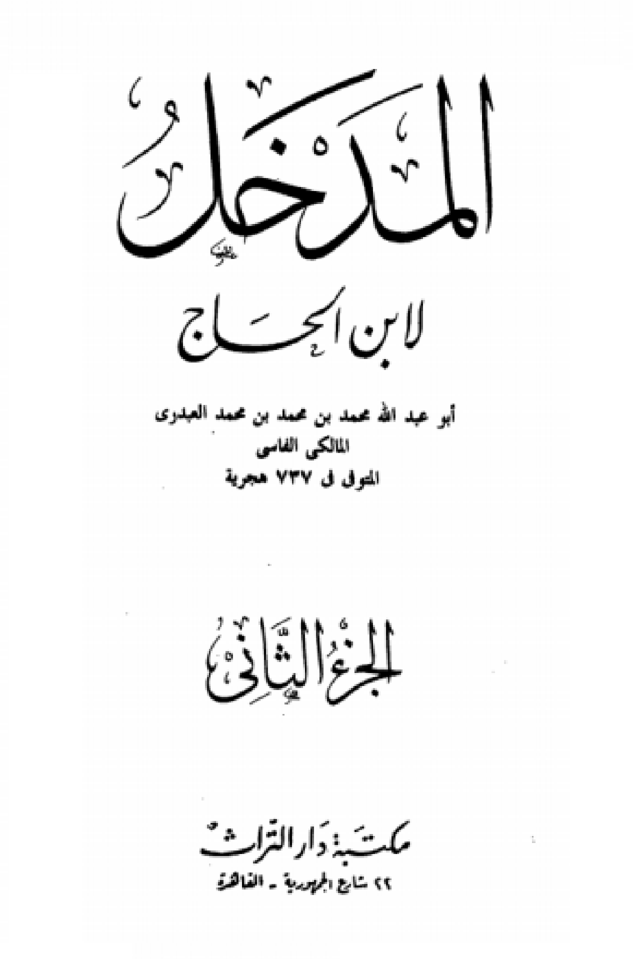
(فصل آخر: يختم به ما يتعلق بليلة القدر وجميع شهر رمضان) قوله عزّ وجل: ﴿تنزّل الملائكة والروح﴾ [سورة القدر: الآية ٤] الذي هو جبريل عليه السلام ومعه سبعون ألف ملك وهو أمير عليهم فجبريل عليه السلام يسلم على من كان قاعداً، والملائكة تسلم على من كان نائماً، والباري سبحانه وتعالى يسلم على عباده من كان قائماً، كما جاز أن يسلم الله عزّ وجل على عباده المؤمنين من أهل الجنة في الجنة بقوله: ﴿سلام قولاً من ربّ رحيم﴾ [سورة يس: الآية ٥٨] فجاز أن يسلم على عباده الأبرار في الدنيا الذين سبقت لهم منا الحسنى والعناية والسعادة في الأزل، الفانين عن الخلق الباقين بالربّ المطمئنين إلى الحقّ، فلا يبقى في ليلة القدر بقعة إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت النار أو بيت الوثن، أو بعض أماكنهم التي يطرحون فيها الخبث، فلا يزالون يدعون ليلتهم تلك للمؤمنين والمؤمنات. وأما جبريل عليه السلام فلا يدع أحداً من المؤمنين والمؤمنات إلا يسلم



الغُنية
لطالبي طريق الحق
عز وجل
للإمام
عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني
(٤٧٠ - ٥٦١ هـ)
طبعة جديدة مصححة ومفهرسة
قدّم لها وخرّج آياتها
محمد خالد عمر
أعدّ فهارسها
رياض عبد الله عبد الهادي
الجزء الأول
دار إحياء التراث العربي

৬) ইমাম ইবনুল হাজ্ব (রহঃ) [মৃত্যু-৭৩৭ হিজরী] যাঁকে উলামারা মুহাদ্দিস, সালেহ, ফকীহ, আরিফ, বিখ্যাত আলিম এবং ফাযিল বলে গন্য করেছেন। তিনি ‘যাইলুত তাকলীদ’ গ্রন্থের খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৮, ‘আদদিবাজুল মুহাযযাব’ গ্রন্থের খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২১, ‘হিসনুল মুহাজিরা লিস সুয়ুতী’ গ্রন্থের খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫৯, ‘আল আ’লাম লিস যিরকালী’ গ্রন্থের খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৩, এর মধ্যে বলেছেন, ‘‘হযরত উমার (রাঃ) এর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে এরা সাহাবা নয় বরং অন্যান্যদের বলা হয়েছে, কেননা সাহাবারা দুই ফযিলতকে একত্রিত করতেন। অর্থাৎ তাঁরা রাতের প্রথম অংশে তারাবীহ এবং শেষ অংশে তাহাজ্জুদ পড়তেন।’’ (আল মাদখাল লি ইবনুল হাজ্ব, গ্রন্থের খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯১)

স্কেন পেজঃ



المدخل
لابن الحاج
أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدرى
المالكى الفاسى
المتوفى فى ٧٣٧ هجرية

الجزء الثانى

مكتبة دار التراث
٢٢ شارع الجمهورية - القاهرة



صلاة التراويح فى المسجد ٢٩١

وأما الفعل فى نفسه فهو سنة لايختلف فيه . وما قاله عمر بن الخطاب رضى الله عنه فانما هو محمول على غيرهم لاعليهم اذ أنهم رضى الله عنهم جمعوا بين الفضيلتين من قيام أول الليل وآخره . ألاترى الى ماحكاه مالك رحمه الله فى موطئه أنهم كانوا اذا انصرفوا من صلاة التراويح استعجلوا الخدم بالطعام مخافة الفجر وكانوا يعتمدون على العصى من طول القيام فقد حاز وارضى الله عنهم الفضيلتين معاً قيام أول الليل وآخره فعلى منوالهم فانسج ان كنت متبعا . ان المحبلن يحب مطيع وهم سادتنا وقدوتنا الى ربنا فينبغى لنا الاتباع لهم والاقتفاء لآثارهم المباركة لعل بركة ذلك تعود على المتبع لهم . لكن هذا قد تعذر فى هذا الزمان فى الغالب أعنى قيام الليل كله فى المسجد لما يختلط به مما لاينبغى واذا كان ذلك كذلك فيتعين على المكلف اليوم أن لايخلى نفسه من هذه السنة البتة بل يفعلها فى المسجد مع الناس على ماهم يفعلون اليوم من التخفيف فيها فاذا فرغوا ورجع الى بيته فينبغى له أن يغتنم بركة اتباعهم فى قيام الليل الى آخره ان أمكنه ذلك فيصلى فى بيته بمن تيسر معه من أهله أو وحده فتحصل الفضيلة الكاملة ان شاء الله تعالى ويكون وتره آخر تنفله اقتداء بهم . وقد قال مالك رحمه الله تعالى حين كان يصلى مع الناس فى المسجد وكان الامام ممن يوتر بثلاث لايفصل بينهما بسلام أما أنا فاذا أوتروا خرجت وتركتهم فللانسان بمالك رحمه الله أسوة فى ترك الوتر معهم حتى يوتر فى بيته بعد تنفله آخر الليل الا أن يكون ممن يحتاج الى النوم اذا أتى الى بيته ويخاف أن يستغرقه الى طلوع الفجر فلا يغر و يترك الوتر بعد نومه وليوقعه قبله فان أدرك من آخر الليل شيئا قامه ولم يعد وتره على المشهور من مذهب مالك رحمه الله وان لم يدرك شيئا فقد حصل له الوتر فى وقته ولا حرج عليه . وقد كان سيدى أبو محمد رحمه الله يصلى فى المسجد مع الناس صلاة القيام ويوتر معهم فاذا رجع الى

সুতরাং বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে হযরত উমার (রাঃ) তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য জোর দিচ্ছেন। তাই হযরত উমার (রাঃ) এর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায।

৬ নং প্রমানঃ

হযরত ইমাম বুখারী রহ. তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়তেন

রমযান মাসের প্রথম রাত যখন হত তখন লোকেরা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর কাছে এসে একত্রিত হত। ইমাম বুখারী (রহঃ) তারাবীহর নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক আয়াতে ২০টা করে আয়াত পড়তেন। এইভাবে কুরআন খতম করতেন। তারপর সেহেরীর সময় (তাহাজ্জুদের সময়ে) প্রথম থেকে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তেন এবং তিন রাতে শেষ করতেন। এরপর দিনে কুরআন খতম করতেন যা ইফতারের সময় শেষ হয়ে

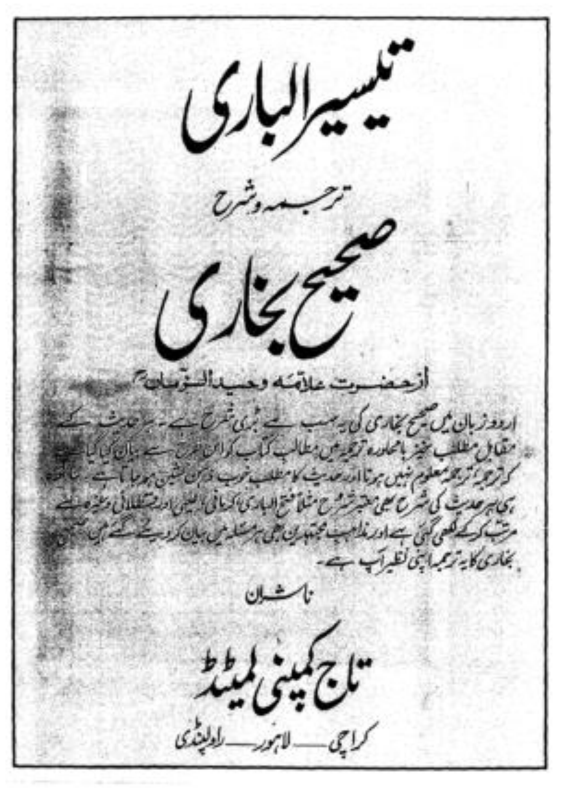
যেত। এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) সেহেরীর সময় ১৩ রাকাআত (তাহাজ্জুদের নামায) আদায় করতেন এবং এক রাকাআত বেতের। (তাইসীরুল বারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১, হাদীউস সারী লিল ইবনে হাজার, পৃষ্ঠা-৫০৫)

এই কথা গুরাবা আহলে হাদীসের নেতা আব্দুস সাত্তার দেহলবীও ‘নসরুল বারী’ গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

স্কেন পেজঃ তাইসীরুল বারী



امام بخاریؒ کی تعریف جو اور محدثین نے کی ہے



تیسیر الباری

ترجمہ وشرح

صحیح بخاری

ناشران

تاج کمپنی لمیٹڈ

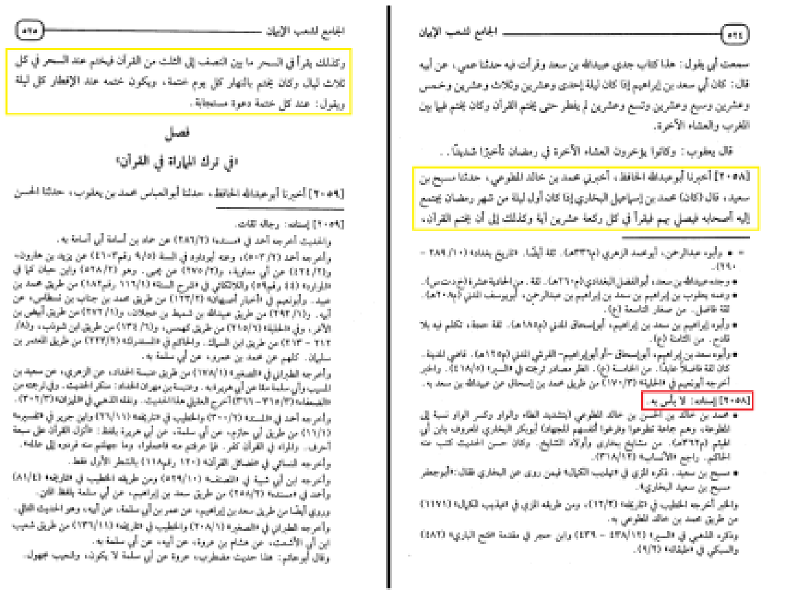
کراچی ـــ لاہور ـــ راولپنڈی

অভিযোগঃ আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম জুবাইর আলী যাই এই বর্নণাটির উপর অভিযোগ করে বলেছেন যে, “ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এই ঘটনা সহীহ সনদে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায আলাদা আলাদা পড়ার কোন প্রমান নেই। ‘হাদীউস সারী’ কিতাবের হাওয়ালা সনদহীন হওয়ার জন্য মরদুদ।” (তাআদাদ কিয়ামে রামযান কা তাহকীকী জায়যা, পৃষ্ঠা-১০৬)

জবাবঃ

শুআবুল ইমান লিল বাইহাকীতে ইমাম বাইহাকী (রহঃ)‘হাদীউস সারী’ কিতার বর্ননার সনদ উল্লেখ করেছেন এবং শুআবুল ইমানের হাশিয়ায় লেখা আছে যে, “এর সনদে কোন দোষ নেই।” (শুআবুল ইমান লিল বাইহাকী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫২৪-৫২৫, এর সনদ সহীহ, তারিখে বাগদাদ)

স্কেন পেজঃ



الجامع لشعب الإيمان

وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة.

فصل

«في ترك المبارزة في القرآن»

[٢٠٥٨] أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرني محمد بن خالد المطوعي، حدثنا مسبح بن سعيد، قال (كان) محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم فيقرأ في كل ركعة عشرين آية وكذلك إلى أن يختم القرآن.

[٢٠٥٨] إسناده: لا بأس به.

الجامع لشعب الإيمان

الجزء الثالث

সনদঃ- আখবারানা আবু আব্দুল্লাহ আল হাফিয - আখবারানা মুহাম্মাদ বিন খালিদ আল মুতাওয়া - হাদ্দাসানা মিসবাহ বিন সায়ীদ কালা মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী

অর্থাৎ- আবু আব্দুল্লাহ আল হাফিয থেকে মুহাম্মাদ বিন খালিদ আল মুতাওয়া তিনি মিসবাহ বিন সায়ীদ থেকে বর্ননা করেছেন যে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী বলেছেন, (এরপর ঐ হাদীস)

তাই জুবাইর আলী যাইএর এই বর্ননার উপর অভিযোগ বাতিল এবং মরদুদ। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহঃ) এর আমল যে তিনি তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়তেন অতএব তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

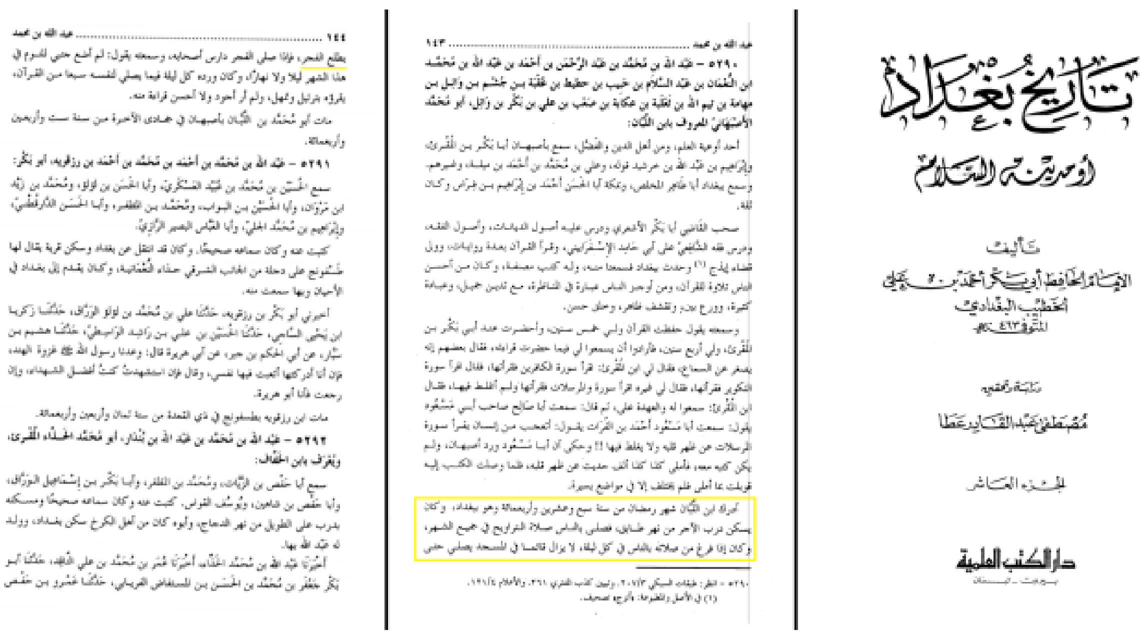
৭ নং প্রমানঃ

মুহাদ্দিস আসফাহানীর আমলঃ

ইমাম হাফিযুল মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মাদ আসফাহানী (রহঃ) [মৃত্যু-৪৪৬ হিজরী] আল্লামা খতীব বাগদাদী (রহঃ) এর উস্তাদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্নিত আছে,

“তিনি পুরো রমযান মাসে লোকেদেরকে তারাবীহর নামায পড়াতেন এবং প্রত্যেক দিন তারাবীহর নামায সমাপ্ত করতেন এবং তারপর মসজিদের মধ্যেই তাহাজ্জুদের নামায পড়ে নিতেন। এমনকি ফজরের সময় হয়ে যেত।” (তারিখে বাগদাদ, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৪৩)

স্কেন পেজঃ

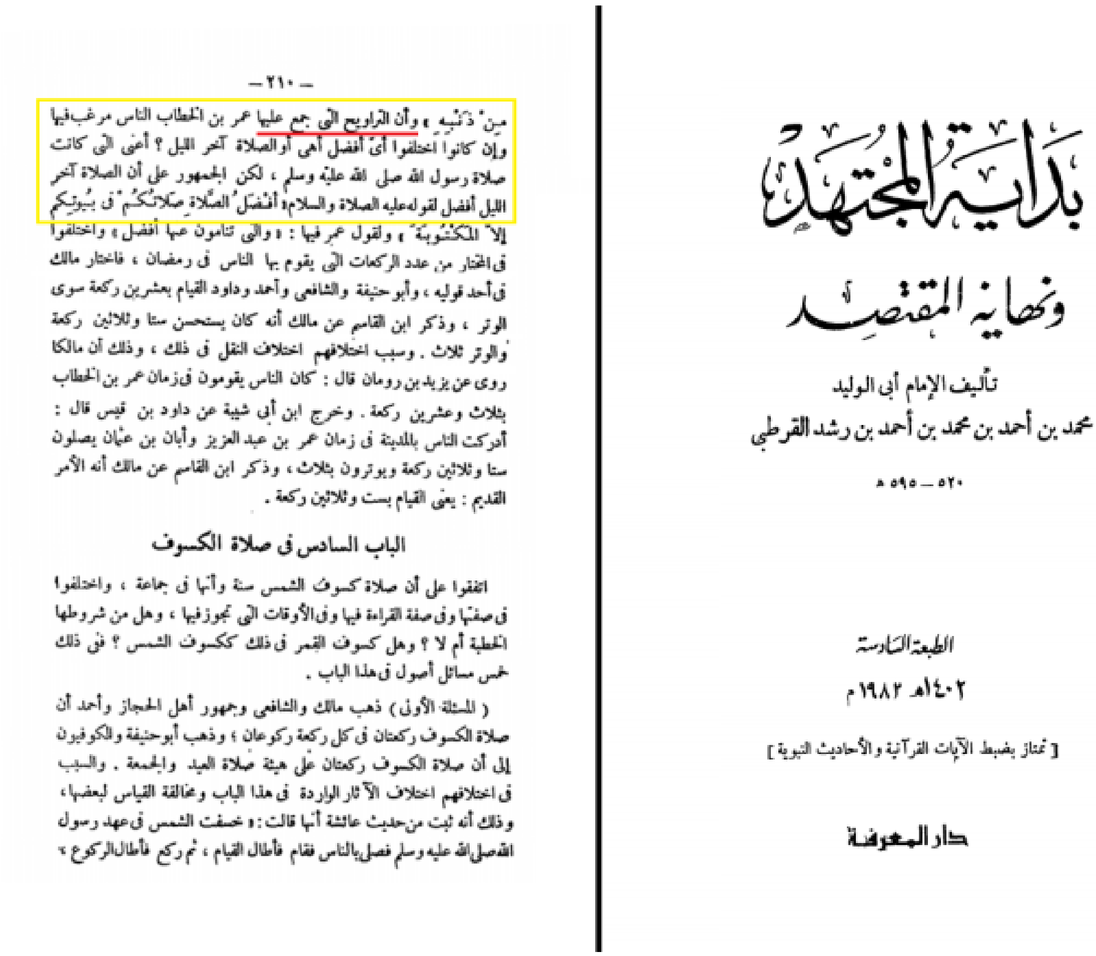

تاريخ بغداد
أو مدينة السلام
تأليف
الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي
الخطيب البغدادي
المتوفى ٤٦٣هـ
دراسة وتحقيق
مصطفى عبد القادر عطا
الجزء العاشر
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

৮ নং প্রমানঃ

ইমাম ইবনে রুশদ (রহঃ) [মৃত্যু-৪৪৬ হিজরী] লিখেছেন, “নিশ্চয় সেটা তারাবীহ নামায ছিল যা হযরত উমার (রাঃ) একত্রিত করেছিলেন এবং এর জন্য গুরুত্ব দেওয়া হত।

কিন্তু উলামাদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে আছে যে প্রথম রাতের তারাবীহ উত্তম না শেষ রাতের তাহাজ্জুদ উত্তম। যেটা শেষ রাতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নামায ছিল। জুমহুর উলামার নিকট শেষ রাতের (তাহাজ্জুদের নামায) উত্তম।” (আল বিদায়াতুল মুজতাহীদ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২১০)

স্কেন পেজঃ


— ٢١٠ —

مِنْ ذَنْبِهِ » وأن التراويح التى جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها وإن كانوا اختلفوا أى أفضل أهى أو الصلاة آخر الليل ؟ أعنى التى كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُمْ فِى بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » ولقول عمر فيها : « والتى تنامون عنها أفضل » ، واختلفوا فى المختار من عدد الركعات التى يقوم بها الناس فى رمضان ، فاختار مالك فى أحد قوليه ، وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر ، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث . وسبب اختلافهم اختلاف النقل فى ذلك ، وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة . وخرج ابن أبى شيبة عن داود بن قيس قال : أدركت الناس بالمدينة فى زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث ، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم : يعنى القيام بست وثلاثين ركعة .

الباب السادس فى صلاة الكسوف

اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها فى جماعة ، واختلفوا فى صفتها وفى صفة القراءة فيها وفى الأوقات التى تجوز فيها ، وهل من شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر فى ذلك ككسوف الشمس ؟ ففى ذلك خمس مسائل أصول فى هذا الباب .

(المسألة الأولى) ذهب مالك والشافعى وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان ؛ وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة . والسبب فى اختلافهم اختلاف الآثار الواردة فى هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها ، وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت : « خسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع »

بداية المجتهد
ونهاية المقتصد

تأليف الإمام أبي الوليد
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

٥٢٠ – ٥٩٥ هـ

الطبعة السادسة
١٤٠٢هـ ١٩٨٢م

[تمتاز بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية]

دار المعرفة

৯ নং প্রমানঃ

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওহাব আস শা’লাবী আল বাগদাদী (রহঃ) [মৃত্যু-৪২২ হিজরী] লিখেছেন, “যে ব্যাক্তি তারাবীহ অথবা তাহাজ্জুদ পড়ে তার জন্য উত্তম হল যে সে তাকবীরে তাহরীমা ও সুরা ফাতেহার মাঝখানে সানা, তাউজু, তাসমিয়া, এর মাধ্যমে শুরু করে।” (আত তালকীন লিস শা’লাবী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪)

স্কেন পেজঃ



كتاب الصلاة 44

وفضائلها سبع: وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى المنكبين لا إلى الأذنين، وعنه في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان، وإطالة القراءة في الصبح على ما سنذكره، والتأمين بعد أم الكتاب والتسبيح في الركوع والسجود، والقنوت في الصبح، وقول المأموم ربّنا ولك الحمد، وسجود التلاوة، وصفة الجلوس كله صفة واحدة وهي أن يفضي إبهام رجله إلى الأرض بيسرى وركبتيه ويضع رِجله اليسرى تحت يُمنى ساقيه وينصب رجله اليمنى ويضع كفّيه على فخذيه ويقبض يمناهما، ويشير بسبّابته منها، ويبسط يسراهما، والسُّنن والفضائل كثيرًا ما تتداخل وقد بيّنّا جملها ونحن نبيّن تفصيلها في تضاعيف ما نورده من المسائل إن شاء الله.

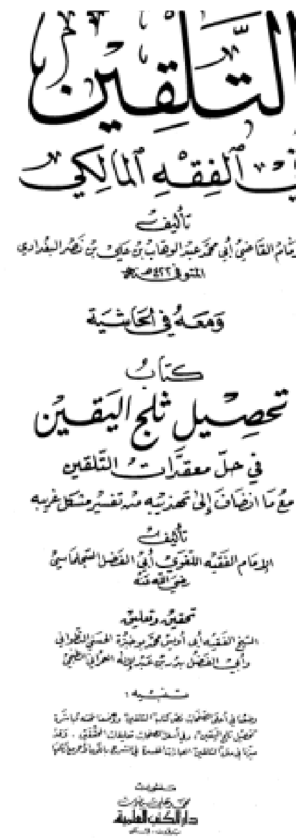
والمختار له بعد تكبيرة الإحرام أن يعقبها بقراءة أم القرآن من غير أن يفصل بينهما بتسبيح، أو توجيه، أو قراءة بسم الله الرحمٰن الرحيم سرًّا أو جهرًا، أو استعاذة لا عند قراءة أم القرآن ولا في السورة التي بعدها إلا الذي يصلّي (التراويح)[38]، أو يقوم الليل، أو يعرض القرآن، فإن شاء فصل بين السور بالبسملة، والمختار مَن قدر القراءة في الصلاة مختلف باختلاف أعيانها وهو على ثلاثة أضرب، إطالة، وقصر، وبينهما. فالإطالة في الصبح والظهر، ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل أو ما زاد عليهما بقدر ما يحتمله التغليس ولا يبلغ به الإسفار في الصبح بطوال المفصل أو ما زاد عليهما بقدر ما يحتمله التغليس، ولا يبلغ به الإسفار والظهر تليها في ذلك أو تقاربها، ويستحبّ التخفيف في العصر والمغرب، ويستحب في العشاء الآخرة بين القراءتين.

والصلوات في الجهر والإسرار على ثلاثة أضرب: منها ما يجهر في جميعها وهي الفجر، والجمعة؛ ومنها ما يسرّ في جميعها وهي الظهر، والعصر؛ ومنها ما

38 ـ التراويح، جمع ترويحة(1)، وهي الركعة، والترويحتان اللتان وقع ذكرهما في الكتاب، هما الركعتان اللتان يركعهما القارىء أولاً، وكذلك الذي يليه بعد انقضاء شفعه، وهو معروف في اللسان، قال الأعشى:

يـراوح مـن صـلوات الـمـليـــ ـك طورًا سجودًا وطورًا جؤار(2)

(1) في الأصل: تروحت. م ب.
(2) ذكره ابن جرير الطبري في تفسير سورة النحل: 53 وقال: يعني بالجؤار: الصياح، إما بالدعاء وإما بالقراءة.



التلقين في الفقه المالكي

تأليف

الإمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي

ومعه في الحاشية

كتاب

تحصيل ثلج اليقين

في حل معقدات التلقين

مع ما أضاف إلى تحذيبه من تفسير مشكل غريبه

تأليف

تحقيق وتعليق

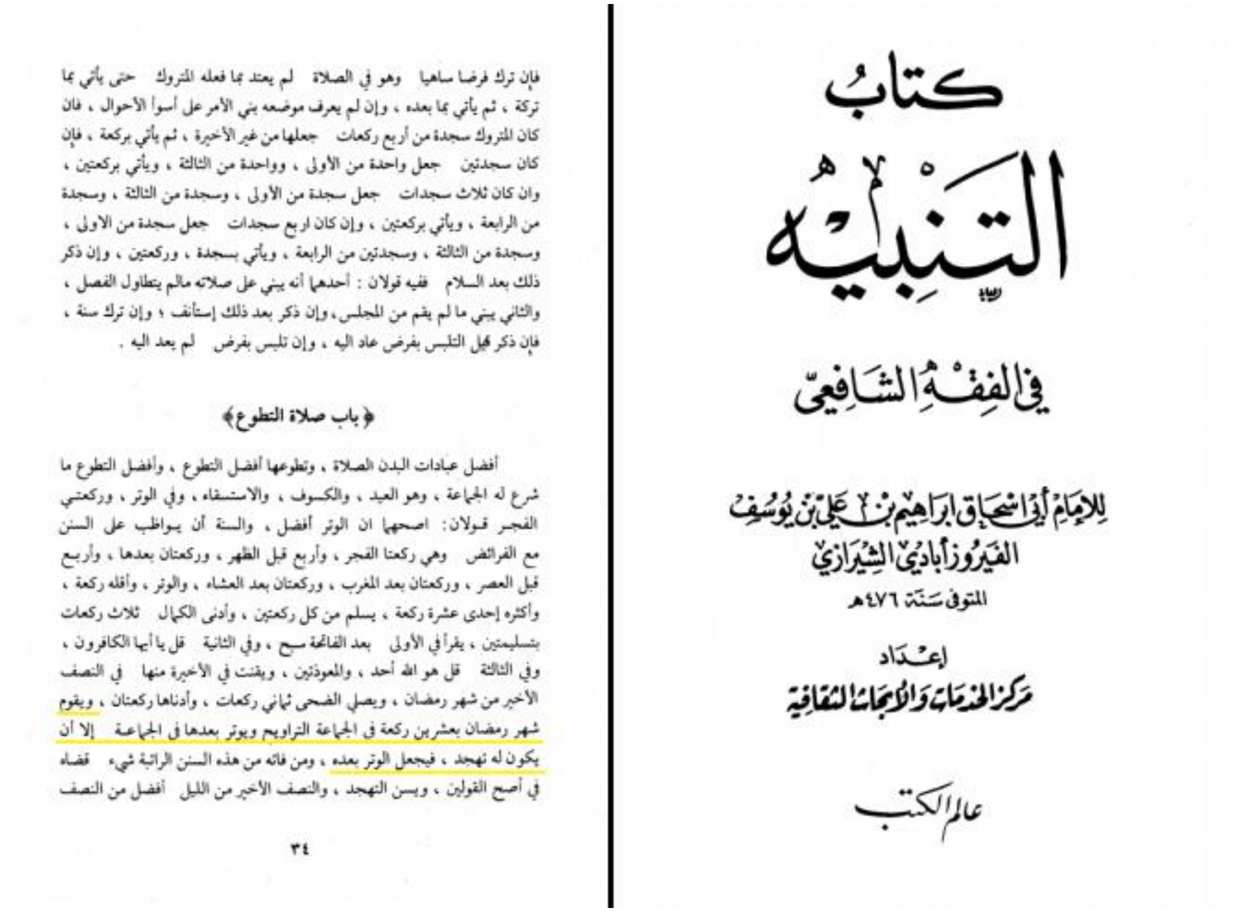
دار الكتب العلمية

এই বক্তব্য দ্বারা এটা প্রমানিত হয় যে ইমাম শা'লাবী (রহঃ) এর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

১০ নং প্রমানঃ

ইমাম ইসহাক সিরাজী (রহঃ) [মৃত্যু-৪৪৭ হিজরী] বলেছেন যে, "রমযান মাসে জামাআত সহকারে ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়বে এবং তার পর বেতের পড়বে জামাআত সহকারে। যদি তার তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে বেতের নামায তাহাজ্জুদের পরে পড়বে।" (আততামবীহ লিস সিরাজী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪)

স্কেন পেজঃ



كتاب

التنبيه

في الفقه الشافعي

للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
الفيروزآبادي الشيرازي
المتوفى سنة ٤٧٦هـ

إعداد
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

عالم الكتب

فإن ترك فرضا ساهيا وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله المتروك حتى يأتي بما تركة ، ثم يأتي بما بعده ، وإن لم يعرف موضعه بني الأمر على أسوأ الأحوال ، فان كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة ، ثم يأتي بركعة ، فإن كان سجدتين جعل واحدة من الأولى ، وواحدة من الثالثة ، ويأتي بركعتين ، وان كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى ، وسجدة من الثالثة ، وسجدة من الرابعة ، ويأتي بركعتين ، وإن كان اربع سجدات جعل سجدة من الاولى ، وسجدة من الثالثة ، وسجدتين من الرابعة ، ويأتي بسجدة ، وركعتين ، وإن ذكر ذلك بعد السلام ففيه قولان : أحدهما أنه يبني على صلاته مالم يتطاول الفصل ، والثاني يبني ما لم يقم من المجلس ، وإن ذكر بعد ذلك إستأنف ؛ وإن ترك سنة ، فإن ذكر قبل التلبس بفرض عاد اليه ، وإن تلبس بفرض لم يعد اليه .

﴿ باب صلاة التطوع ﴾

أفضل عبادات البدن الصلاة ، وتطوعها أفضل التطوع ، وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة ، وهو العيد ، والكسوف ، والاستسقاء ، وفي الوتر ، وركعتي الفجر قولان: اصحهما ان الوتر أفضل ، والسنة أن يواظب على السنن مع الفرائض وهي ركعتا الفجر ، وأربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، والوتر ، وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة قل هو الله أحد ، والمعوذتين ، ويقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان ، ويصلي الضحى ثماني ركعات ، وأدناها ركعتان ، ويقوم شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح ويوتر بعدها في الجماعة إلا أن يكون له تهجد ، فيجعل الوتر بعده ، ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين ، ويسن التهجد ، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف

٣٤

১১ নং প্রমানঃ

৬ নং প্রমানে যা ইমাম ইসহাক সিরাজী (রহঃ) বলেছেন তা ইমাম নববীও (রহঃ) [মৃত্যু-৪৪৭ হিজরী] এই কথায় তাঁর 'আল মাজমু লিন নববী' গ্রন্থের খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫ এর মধ্যে বলেছেন।

স্কেন পেজঃ



— ٢٥ —

حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وألا أنام الا على وتر رواهما مسلم وروى البخارى حديث أبي هريرة فمحمولان على من لا يثق بالقيام آخر الليل وهذا التأويل متعين لجمع بينه وبين حديث جابر وغيره من الاحاديث السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله والله أعلم•

(فرع) اذا اوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور بل يتهجد بما تيسر له شفعا وفيه وجه حكاه امام الحرمين وغيره من الخراسانيين انه يصلى من أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا ويسمى هذا نقض الوتر والمذهب الاول لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه ابوداود والترمذى والنسائي قال الترمذى حديث حسن•

(فرع) اذا استحببنا الجماعة في التراويح استحبت الجماعة أيضا في الوتر بعدها باتفاق الاصحاب فان كان له تهجد لم يوتر معهم بل يؤخره الى آخر الليل كما سبق فان أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل وأما في غير رمضان فالمشهور أنه لا يستحب فيه الجماعة وحكى الرافعي عن حكاية أبي الفضل بن عبدان وجهين في استحبابها فيه مطلقا والمذهب الاول: والمذهب ان السنة أن يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان هذا هو المشهور في المذهب ونص عليه الشافعي رحمه الله وفي وجه يستحب في جميع شهر رمضان وهو مذهب مالك ووجه ثالث أنه يستحب في الوتر في جميع السنة وهو قول أربعة من كبار أصحابنا أبي عبد الله الزبيرى وأبي الوليد النيسابورى وأبي الفضل بن عبدان وأبي منصور بن مهران وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما السابق في القنوت ولكن المشهور في المذهب ما سبق وبه قال جمهور الاصحاب قال الرافعي وظاهر كلام الشافعي رحمه الله كراهة القنوت في غير النصف الآخر من رمضان قال ولو ترك القنوت في موضع استحبه سجد للسهو ولو قنت حيث لا يستحبه سجد للسهو وحكى الرويانى وجها أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهة ولا يسجد للسهو لتركه من غير النصف الآخر من رمضان قال وهذا حسن وهو اختيار مشايخ طبرستان•

(فرع) في موضع القنوت في الوتر أوجه الصحيح المشهور بعد الركوع ونص عليه الشافعي رحمه الله من حرملة وقطع به الاكثرون وصححه الباقون والثاني قبل الركوع قاله ابن سريج والثالث يتخير بينهما حكاه الرافعي وسيأتى دليل الجميع ان شاء الله تعالى فاذا قلنا يقنت على الركوع فالصحيح المشهور

الثوب قوله تعالى (وثيابك فطهر) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء رضي الله عنها «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم صلي فيه» فان اصابه نجاسة وعرف موضعها منه فطريق ازالتها بالغسل كما سبق

---

(١) «حديث» أنه صلى الله عليه وسلم قال لاسماء حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه تقدم في باب النجاسات•



الجزء الرابع

من

المجموع

شرح المهذب

(للامام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف النووى المتوفى سنة ٦٧٦)

ويليه

فتح العزيز

شرح الوجيز

(وهو الشرح الكبير للامام الجليل أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة ٦٢٣)

ويليه

التلخيص الحبير

في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

(للامام الحافظ الحجة أبي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢)

طبعت هذه المجموعة على نفقة شركة من كبار علماء الأزهر

وباشرت تصحيحها لجنة من العلماء

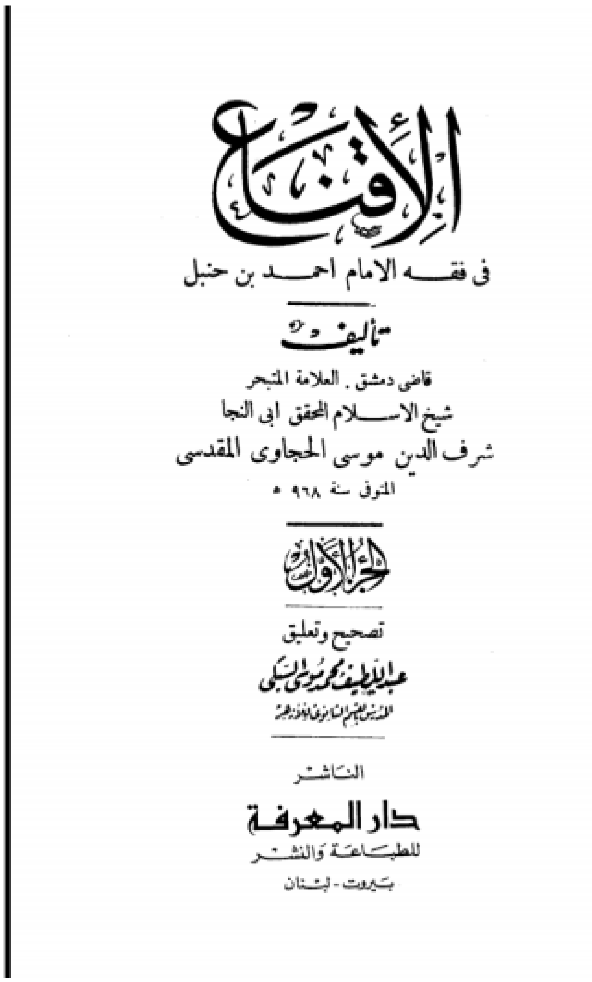
(تنبيه) (جعلنا المجموع في أعلى الصفحة وبعده فتح العزيز وبعده التلخيص مفصولا بينها بجدول)

حقوق الطبع محفوظة   لشركة العلماء

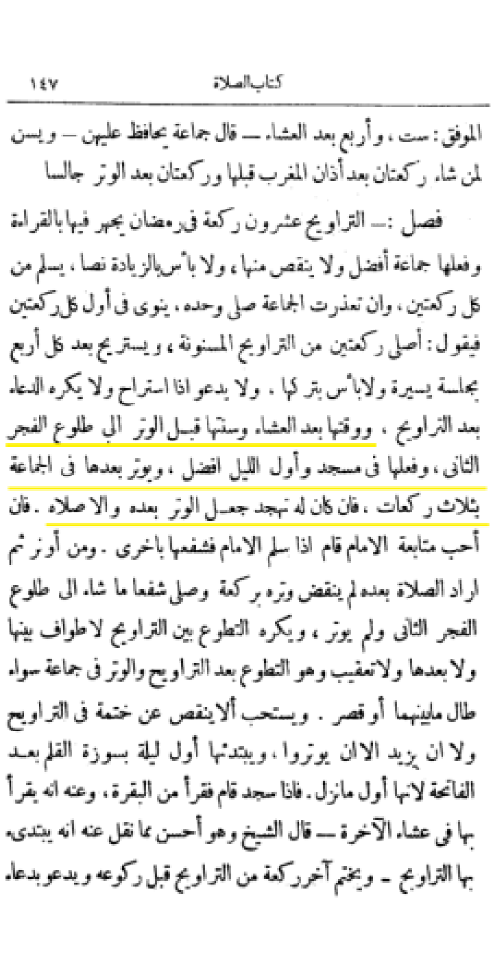
১২ নং প্রমানঃ

ইমাম শারফুদ্দিন মুসা বিন আহমেদ আল মাকদেসী (রহঃ) [মৃত্যু-৯৬৮ হিজরী] যাঁকে উলামারা শায়খুল ইসলাম, ইমাম, আল্লামা, মুহাদ্দিস, আলিম, মুফতী এবং গ্রহনযোগ্য ফকীহ প্রভৃতি উপাধীতে ভুষিত করেছেন। তিনি তাঁর 'শুযরাতুয যেহব' গ্রন্থের খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪৭২, 'কাওয়াকিব লিন নাজমুদ্দিন' গ্রন্থের খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৩, 'আল আ'লাম লিজ যিরকালী' গ্রন্থের খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩২০ এর মধ্যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে আলাদা আলাদা নামায বলেছেন।

স্কেন পেজঃ



الإقناع
فى فقه الامام احمد بن حنبل
تأليف
قاضى دمشق . العلامة المتبحر
شيخ الاسلام المحقق ابى النجا
شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى
المتوفى سنة ٩٦٨ ه
الجزء الأول
تصحيح وتعليق
عبد اللطيف محمد موسى السبكى
الناشر
دار المعرفة
للطباعة والنشر
بيروت - لبنان



١٤٧ كتاب الصلاة

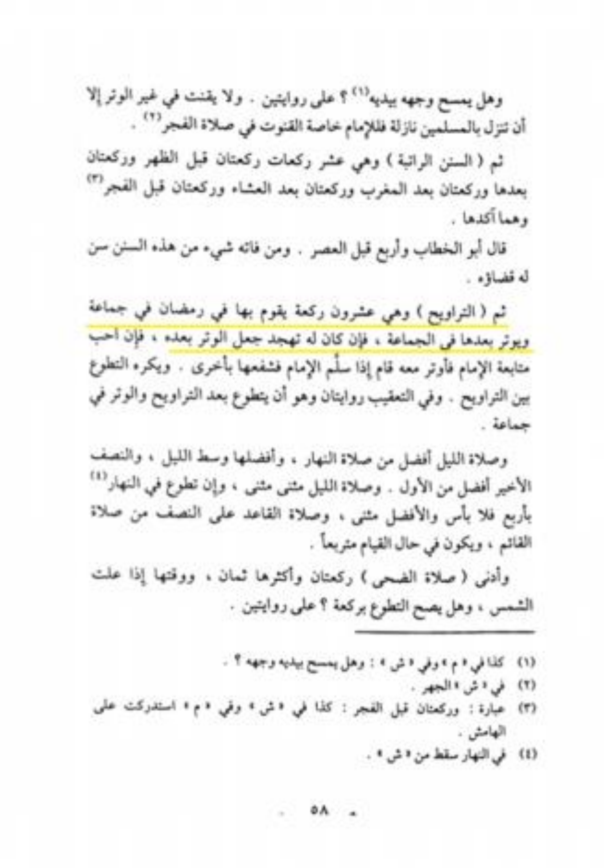
الموفق : ست ، وأربع بعد العشاء — قال جماعة يحافظ عليهن — ويسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها وركعتان بعد الوتر جالسا

فصل :— التراويح عشرون ركعة فى رمضان يجهر فيها بالقراءة وفعلها جماعة أفضل ولا ينقص منها ، ولا بأس بالزيادة نصا ، يسلم من كل ركعتين ، وان تعذرت الجماعة صلى وحده ، ينوى فى أول كل ركعتين فيقول : أصلى ركعتين من التراويح المسنونة ، ويستريح بعد كل أربع بجلسة يسيرة ولا بأس بتركها ، ولا يدعو اذا استراح ولا يكره الدعاء بعد التراويح ، ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر الى طلوع الفجر الثانى ، وفعلها فى مسجد وأول الليل افضل ، ويوتر بعدها فى الجماعة بثلاث ركعات ، فان كان له تهجد جعل الوتر بعده والا صلاه . فان أحب متابعة الامام قام اذا سلم الامام فشفعها باخرى . ومن أوتر ثم اراد الصلاة بعده لم ينقض وتره بركعة وصلى شفعا ما شاء الى طلوع الفجر الثانى ولم يوتر ، ويكره التطوع بين التراويح لا طواف بينها ولا بعدها ولا تعقيب وهو التطوع بعد التراويح والوتر فى جماعة سواء طال ما بينهما أو قصر . ويستحب ألا ينقص عن ختمة فى التراويح ولا ان يزيد الا ان يوتروا ، ويبتدئها أول ليلة بسورة القلم بعد الفاتحة لانها أول ما نزل . فاذا سجد قام فقرأ من البقرة ، وعنه انه يقرأ بها فى عشاء الآخرة — قال الشيخ وهو أحسن مما نقل عنه انه يبتدىء بها التراويح — ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو بدعاء

১৩ নং প্রমানঃ

হাম্বালী মাযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বালী (রহঃ) [মৃত্যু-৬২০ হিজরী] বলেছেন, “তারাবীহর নামায ২০ রাকাআত, রমযান মাসে তারাবীহ এবং বেতের দুটি নামাযই জামাআতের সাথে পড়তে হবে। কিন্তু তারাবীহর পরে যাঁরা তাহাজ্জুদ পড়তে চান তাঁরা বেতের নামায তাহাজ্জুদের পরে পড়বেন।” (আল মুগনী, পৃষ্ঠা-৫৮)

স্কেন পেজঃ



وهل يمسح وجهه بيديه[1] ؟ على روايتين . ولا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر[2] .

ثم (السنن الراتبة) وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر[3] وهما آكدها .

قال أبو الخطاب وأربع قبل العصر . ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه .

ثم (التراويح) وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة ، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده ، فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلّم الإمام فشفعها بأخرى . ويكره التطوع بين التراويح . وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة .

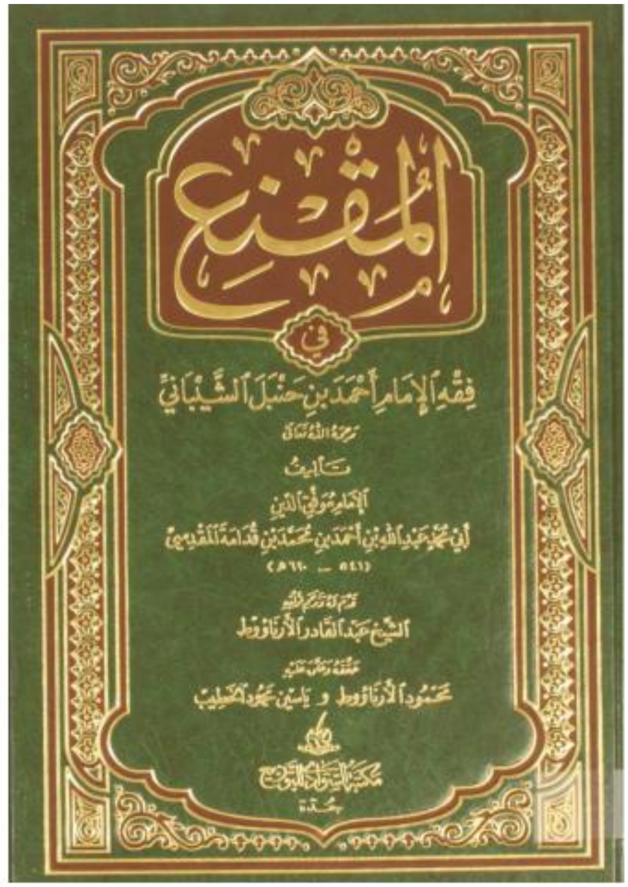
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ، وأفضلها وسط الليل ، والنصف الأخير أفضل من الأول . وصلاة الليل مثنى مثنى ، وإن تطوع في النهار[4] بأربع فلا بأس والأفضل مثنى ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، ويكون في حال القيام متربعاً .

وأدنى (صلاة الضحى) ركعتان وأكثرها ثمان ، ووقتها إذا علت الشمس ، وهل يصح التطوع بركعة ؟ على روايتين .

---

(١) كذا في « م » وفي « ش » : وهل يمسح بيديه وجهه ؟ .
(٢) في « ش » الجهر .
(٣) عبارة : وركعتان قبل الفجر : كذا في « ش » وفي « م » استدركت على الهامش .
(٤) في النهار سقط من « ش » .

٥٨



১৪ নং প্রমানঃ

ইমাম ইবনুল হাজ্ব (রহঃ) [মৃত্যু-৭৩৭ হিজরী] বলেছেন, “লোকেদের জন্য এটা উত্তম যে লোকেদের সাথে একত্রে তারাবীহ এবং বেতের পড়বে তারপর ঘুমিয়ে যাবে। এরপর উঠে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।” (আল মাদখাল, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯২)

স্কেন পেজঃ

المدخل

لابن الحاج

أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدرى
المالكى الفاسى
المتوفى ٧٣٧ هجرية

الجزء الثانى

مكتبة دار التراث
٢٢ شارع الجمهورية - القاهرة

٢٩٢ صفة الامام فى قيام رمضان

بيته صلى ماقدر له ولا يعبد الوتر وكان رحمه الله يقول ان شيخه سيدى الشيخ أبا الحسن الزيات رحمه الله كان يفعل ذلك . وكان سيدى أبو محمد رحمه الله يقول ينبغى للمكلف أنه اذا صلى المغرب يعجل فطره ثم يقوم فيصلى بحزبين ونصف أو أكثر قبل العشاء ثم يخرج فيصلى مع الناس القيام ويوتر معهم ثم اذا رجع الى بيته صلى لنفسه بحزبين ونصف أو أكثر فيجتمع له من ذلك ثمن الختمة أو أكثر منه فى الغالب ثم ينام ماقدر له ثم يقوم لتهجده فيصلى ماتيسر له مما بقى عليه من الليل . فان قال قائل قد قررتم أن قيام رمضان فى المسجد سنة فما وجه ترك أبى بكر لها . فالجواب أن أبا بكر رضى الله عنه كان مشتغلا بما هو أعظم من ذلك وأهم فى الدين وهو قتال أهل الردة ومانعى الزكاة وبعث الجيوش الى الشام وغير ذلك وما جرى له مع مسيلمة الكذاب وغيره وتراكم الفتن عند انتقال النبى صلى الله عليه وسلم مع شغله بجمع القرآن وتدوينه مع قصر مدته رضى الله عنه فلم يتفرغ لما تفرغ له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فبان ماذكر واتضح والله الموفق

فصل فى صفة الامام فى قيام رمضان

وينبغى أن يكون من أهل العلم والخير والديانة بخلاف مايفعله بعضهم اليوم لأن الغالب منهم أنهم انما يقدمون الرجل لحسن صوته لا لحسن دينه وقد قال مالك رحمه الله فى القوم يقدمون الرجل ليصلى بهم لحسن صوته انما يقدموه ليغنى لهم وهذا اذا كان على مايعلم من التطريب فى القراءة ووضعها على الطرائق التى اصطلحوا عليها التى تشبه الهنوك وأما لو قدموه لدينه وحسن صوته وقراءته على المنهج المشروع فلا شك أن هذا أفضل من غيره وينبغى أن لا يقدم للامامة الا من تطوع بها دون من يأخذ عليها عوضا فان لم يوجد الا به فقيل تباح

১৫ নং প্রমানঃ

ইমাম ইবনুল মুলাক্কান (রহঃ) [মৃত্যু-৮০৪ হিজরী] তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদের নামাযকে আলাদা আলাদা বলেছেন। (আত তাযকিরা লি ইবনে মালাক্কান, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬)

স্কেন পেজঃ



التذكرة في الفقه الشافعي ٣٦

العصر (١)، والوتر وأقله ركعة (٢) وأدنى الكمال ثلاث مفصولة (٣)، وغايته إحدى عشرة (٤).

وثلاث نوافل مؤكدة: التهجد وهو الصلاة بالليل وإن قل (٥)، والضحى وأقلها ركعتان (٦) وأكثرها ثمان (٧)، والتراويح وهي عشرون لغير أهل المدينة

(١) الوسيط (٢/٢٠٨)، المهذب (١/٨٠)، حلية العلماء للقفال الشاشي (٢/١١٥)، المنهج القويم (١/٢٨٦)، إعانة الطالبين للدمياطي (١/١٧٧)، الإقناع للشربيني (١/١١٥)، التنبيه (١/٣٤)، المقدمة الحضرمية (١/٨٨)، روضة الطالبين للنووي (١/٣٢٧)، شرح زبد ابن رسلان (١/٧٨)، مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١/١٧٨).

(٢) الإقناع للشربيني (١/١١٦)، المجموع (٤/٢٩)، المهذب (١/٨٣)، المنهج القويم (١/٢٧٧)، إعانة الطالبين للدمياطي (١/٢٤٩)، التنبيه (١/٣٤)، المقدمة الحضرمية (١/٨٦)، حاشية البجيرمي (١/٢٧٧)، فتح المعين (١/٢٤٩)، فتح الوهاب (١/١٠١)، مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١/٢٢١)، منهج الطلاب (١/١٤)، منهاج الطالبين (١/١٦)، المجموع (٤/١٤).

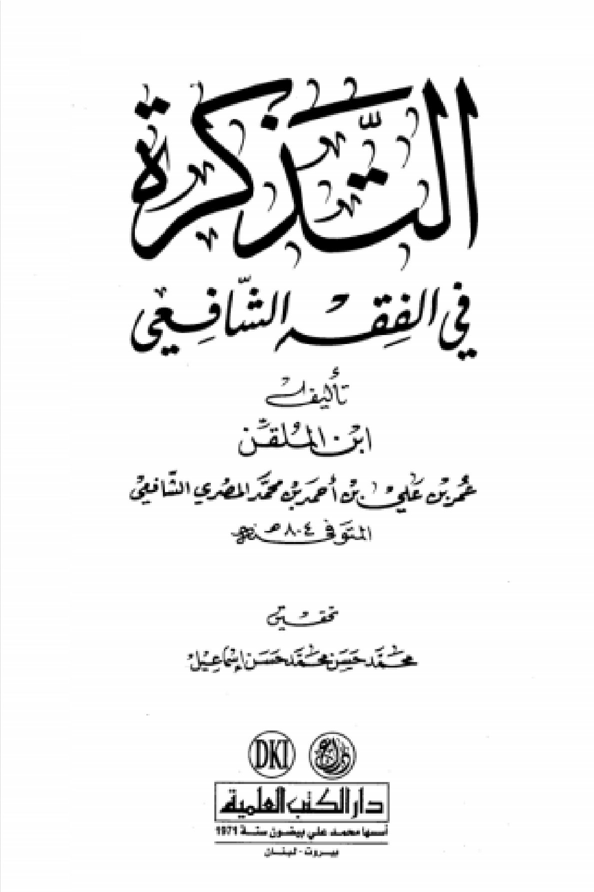
(٣) المهذب (١/٨٣)، حلية العلماء للقفال الشاشي (٢/١١٨)، إعانة الطالبين للدمياطي (١/١٥٥)، الإقناع للشربيني (١/١١٦)، التنبيه (١/٣٤)، حواشي الشرواني (٢/٢٢٥)، فتح المعين (١/٢٤٩)، مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١/٢٢١)، المجموع (٤/١٥).

(٤) الأم للشافعي (٧/٢٠٤)، المهذب (١/٨٣)، حلية العلماء للقفال الشاشي (٢/١١٥)، إعانة الطالبين للدمياطي (١/٢٤٩)، الإقناع للشربيني (١/١١٦)، الإقناع للماوردي (١/٤٣)، مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١/٢٢١)، نهاية الزين (١/٣٧)، المجموع (٤/١٤).

(٥) إعانة الطالبين للدمياطي (١/٢٥٢)، المهذب (١/٢٥٢)، الأم للشافعي (١/٦٩)، الإقناع للشربيني (١/١١٦)، التنبيه (١/٣٤)، حاشية البجيرمي (١/٢٧٨)، روضة الطالبين للنووي (١/٣٢٩)، فتح المعين (١/٢٦٧)، منهاج الطالبين (١/١٦).

(٦) إعانة الطالبين للدمياطي (١/٢٥٣)، مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١/٢٢٣)، منهاج الطالبين (١/١٦)، المهذب (١/٨٤)، الإقناع للشربيني (١/١١٧)، روضة الطالبين للنووي (١/٣٣٢).

(٧) حلية العلماء للقفال الشاشي (٢/١١٥)، إعانة الطالبين للدمياطي (١/٢٥٣)، الإقناع للشربيني (١/١١٧)، حواشي الشرواني (٢/٢٣٢)، فتح المعين (١/٢٥٤)، المجموع (٤/٤١).



التذكرة في الفقه الشافعي

تأليف

ابن الملقن

عمر بن علي بن أحمد بن محمد المصري الشافعي

المتوفى ٨٠٤هـ

تحقيق

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

DKI

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

১৬ নং প্রমানঃ

হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ) [মৃত্যু-৫৬১ হিজরী] এর তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ পড়ার ব্যাপারে দুটি বর্নণা আছে।

প্রথমতঃ তারাবীহর পর কিছুক্ষন ঘুমিয়ে তারপর তাহাজ্জুদ পড়া উচিৎ।
দ্বিতীয়তঃ তারাবীহর পর না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদ পড়া জায়েজ। এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(সূত্রঃ গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃষ্ঠা-২৬৯)

স্কেন পেজঃ



فصل آخر يختم به ما يتعلق بليلة القدر وجميع شهر رمضان ٢٦٩

ينهض فيبدأ بسورة البقرة. ويستحبّ له قراءة الختمة كاملة ليسمع الناس جميع القرآن فيقفوا على ما فيه من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر، ولا يستحب الزيادة على ختمة واحدة، لئلا يشق ذلك على المؤمومين فيضجروا وتلحقهم السآمة ويكرهوا الجماعة ويثقلوا بها، فيفوتهم أجر عظيم وثواب جزيل، فيكون ذلك بسبب الإمام فيعظم إثمه فيكون من الآثمين، وقد قال النبيّ ﷺ في مثل ذلك لمعاذ رضي الله عنه: «أفتان أنت يا معاذ» وذلك لما صلى بقوم وطوّل في القراءة وقطع أحدهم الصلاة وانفرد، ثم شكا ذلك إلى النبيّ ﷺ. ويستحبّ تأخير الوتر إلى آخر صلاة التراويح، ويقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، لأن النبيّ ﷺ كذلك كان يصلي ويكره التنفل بين كل ترويحتين، ويكره أن يصلي التراويح في مسجدين، وكذلك صلاة النوافل في جماعة بعد التراويح في إحدى الروايتين، لأنه هو التعقب، وذلك مكروه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كرهه بل ينام نومة خفيفة، ثم يقوم ويأتي بما شاء من النوافل والتهجد ثم يرجع إلى منامه، وهي ناشئة الليل التي أثنى الله عليها وذكرها وقال: ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قيلاً﴾ [سورة المزمل، الآية: ٦]. والرواية الثانية: أن ذلك جائز غير مكروه لكنه يؤخره لما روي عمر رضي الله عنه قال: تدعون فضل الليل آخره الساعة التي تنامون أحبّ إليّ من الساعة التي تقومون.

(فصل آخر، يختم به ما يتعلق بليلة القدر وجميع شهر رمضان) قوله عزّ وجل: ﴿تنزّل الملائكة والروح﴾ [سورة القدر: الآية ٤] الذي هو جبريل عليه السلام ومعه سبعون ألف ملك وهو أمير عليهم فجبريل عليه السلام يسلم على من كان قاعداً، والملائكة تسلم على من كان نائماً، والباري سبحانه وتعالى يسلم على عباده من كان قائماً، كما جاز أن يسلم الله عزّ وجل على عباده المؤمنين من أهل الجنة في الجنة بقوله: ﴿سلام قولاً من ربّ رحيم﴾ [سورة يس: الآية ٥٨] فجاز أن يسلم على عباده الأبرار في الدنيا الذين سبقت لهم منا الحسنى والعناية والسعادة في الأزل، الفانين عن الخلق الباقين بالربّ المطمئنين إلى الحقّ، فلا يبقى في ليلة القدر بقعة إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت النار أو بيت الوثن، أو بعض أماكنهم التي يطرحون فيها الخبث، فلا يزالون يدعون ليلتهم تلك للمؤمنين والمؤمنات. وأما جبريل عليه السلام فلا يدع أحداً من المؤمنين والمؤمنات إلا يسلم



الغُنْيَة

لِطَالِبِي طَرِيقِ الحَق

عَزَّوَجَلَّ

لِلإمَام

عَبْدِالقَادِرِ بنِ مُوسَى بنِ عَبْدِاللهِ الجِيلَانِي

(٤٧٠ - ٥٦١هـ)

طبعَة جَدِيدَة مصحّحَة ومفهرسَة

قدّم لها وخرّج آياتها

مُحَمَّد خَالد عُمَر

أعدّ فهارسها

رِيَاض عَبْدالله عَبْدالهَادِي

الجُزءُ الأوَّل

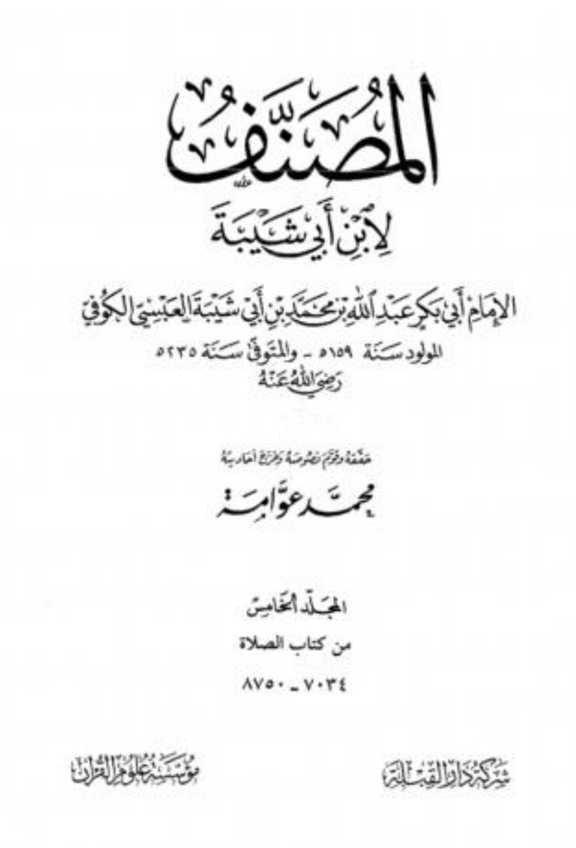
دَار إحيَاء التُّرَاث العَرَبِي

১৭ নং প্রমানঃ

ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) [মৃত্যু-৫৬১ হিজরী] বলেছেন, “কিছু লোক ইমামের সাথে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়ত, এবং কিছু লোক মসজিদের একটি কোনে তাহাজ্জুদের নামায পড়ত।” (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৪)

এর সনদ সহীহ।

স্কেন পেজঃ



المصنف
لابن أبي شيبة
الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي
المولود سنة ١٥٩هـ - والمتوفى سنة ٢٣٥هـ
رضي الله عنه

حققه وقوّم نصوصه وخرّج أحاديثه
محمد عوامة

المجلد الخامس
من كتاب الصلاة
٧٠٣٤ - ٨٧٥٠

شركة دار القبلة   مؤسسة علوم القرآن



٢٣٤   ٣ـ كتاب الصلاة   باب (٦٨٦ ـ ٦٨٦)

المتهجِّدون يصلون في جانب المسجد، والإمام يصلي بالناس في شهر رمضان.

٧٨٠٦ ـ ابن عُلَيّة، عن أيوب قال: رأيت عبد الله بن أبي مليكة يصلي بالناس في رمضان خلف المقَام بمن صلى خلفه، والناس بعدُ في سائر المسجد من بين طائفٍ بالبيت ومصلٍّ.

٧٧٢٥ ٧٨٠٧ ـ أبو داود، عن شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: شهدت مكة في زمان ابن الزبير في رمضان والإمام يصلي بقوم على حدةٍ، وناس يصلون في نواحي المسجد.

٧٨٠٨ ـ حسين بن عليّ، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير قال: رأيت شَبَث بن رِبْعيّ وناسٌ معه يصلون وُحداناً في رمضان، والناس في الصلاة، ورأيت شَبَثاً يصلي في سُترةٍ وحده.

٧٨٠٩ ـ أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان الإمام يصلي بالناس في المسجد، والمتهجِّدون يصلون في نواحي المسجد لأنفسهم.

٦٨٦ ـ في الصلاة بين التراويح

٧٨١٠ ـ حدثنا غُندر، عن شعبة، عن قتادة، عن ابن جبير والحسن في الرجل يقوم بين الترويحتين: يقرأ حتى ينهض الإمام فيدخل معه، قال

٧٨٠٩ ـ ينظر ما تقدم برقم (٧٨٠٥).

এই বর্ননার রাবী ইমাম আ’মাশ হলেন মুদাল্লিস রাবী। কিন্তু তাঁর তাদলীস গ্রহনযোগ্য। কেননা, তিনি তাবকাতে সানীর (প্রথম তাবকাতের) মুদাল্লিস। (আল মুদাল্লিসীন লিল ইরাকী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৯)

অন্য জায়গায় এক সনদে মুগীরা বিন মিকসাম (রহঃ) ইমাম আ’মাশ এর হাদীস নিয়েছেন।

نِبِالْمَسْجِدِ،وَاكَانَالْمُتَهَجِّدُونَيُصَلُّونَفِيجَا»:عَنْإِبْرَاهِيمَ،قَالَ،مُغِيرَةُتناأَبُوالْأَحْوَصِ،عَنْ:حَدَّثَنَاأَبُوبَكْرٍقَالَ لْإِمَامُيُصَلِّيبِالنَّاسِفِيشَهْرِرَمَضَانَ«

সনদঃ

ইমাম আবু বকর বিন আবী শায়বা-আবুল আহওয়াস-মুগীরা-ইবরাহীম বিন নাখয়ী
(দেখুন মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৩-২৩৪, হাদীস নং-২০৬৩)

স্কেন পেজঃ



المصنف
لابن أبي شيبة
الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي
المولود سنة ١٥٩هـ - والمتوفى سنة ٢٣٥هـ
رضي الله عنه

محمد عوامة

المجلد الخامس
من كتاب الصلاة
٧٠٣٤ - ٨٧٥٠

সুতরাং এই হাদীস সহীহ। এর দ্বারা বোঝা যায় যে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) [মৃত্যু-৯৬ হিজরী] এর যুগেও তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়া হত।

যাইহোক আল্লাহ আমাদের হক বুঝার এবং তার উপর আমল করার তওফীক দান করুন আমীন। সুম্মা আমীন।

১৮ নং প্রমানঃ

তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদের প্রকৃতি আলাদা। তাহাজ্জুদ শরীয়াতের প্রথম দিকে চালু হয় এবং সেটা কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমানিত। অপরদিকে তারাবীহ শরীয়াতের শেষ দিকে চালু হয় এবং তারাবীহ সম্পর্কে কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে কোথাও বলা নেই। তারাবীহ সম্পর্কে হাদীস শরীফে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন। তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

১৯ নং প্রমানঃ

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায দুটি দুই জায়গায় অবতীর্ন হয়। তারাবীহর নামায অবতীর্ন হয় মদীনা মুনাওয়ারায় এবং তাহাজ্জুদের নামায অবতীর্ন হয় মক্কা মুকাররামায়। তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২০ নং প্রমানঃ

তাহাজ্জুদের নামায হিজরতের আগে শুরু হয় আর তারাবীহর নামায হিজরতের পরে শুরু হয় তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২১ নং প্রমানঃ

তাহাজ্জুদের নামায আগে ফরজ ছিল পরে তার ফরজিয়াত মনসুখ হয়ে যায় এবং নফলে পরিবর্তিত হয়। যেমন হাদীস শরীফে আছে, হযরত সায়ীদ বিন হিশাম (রাঃ) বর্ননা করেছেন,

সায়ীদঃ আমি বললাম, হে উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) আমাকে আপনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন।

তখন উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনি কি কুরআন পড়েন না? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্রই হল কুরআন।

সায়ীদঃ আমি আরয করলাম, জি হ্যাঁ, তবে আপনি আমাকে তাহাজ্জুদ সম্পর্কে কিছু বলুন।

তখন উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনি কি "ইয়া আইয়ুহাল মুজ্জাম্মিল" পড়েন না?

সায়ীদঃ আমি বললাম, হ্যাঁ আমি সুরা "ইয়া আইয়ুহাল মুজ্জাম্মিল" পড়ি।

তখন উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বললেন, এই সুরার প্রথম অংশ নাযিল হয়েছে (যেখানে বলা হয়েছে যে তাহাজ্জুদের নামায ফরজ) তখন সাহাবার এমন গুরুত্ব দিয়ে নামায পড়তেন যে তাঁদের পায়ে ব্যাথা

হয়ে যেত। এবং এই সুরার শেষ অংশ বারো মাস আকাশে স্থিত থাকে। এরপর বারো মাস পর এই সুরার শেষ অংশ নাযিল করা হয় তখন এই নামাযের ফরযিয়াত নফলে পরিবর্তিত হয়।

এই হাদীস থেকে এটা প্রমান হয় যে তাহাজ্জুদের নামাযের ব্যাপারে কুরআন শরীফ থেকে প্রমান রয়েছে। এবং এও প্রমান হয় যে তাহাজ্জুদের নামায মক্কা মুকাররামায় অবতীর্ণ হয়। কেননা এই সুরা মক্কায় নাযিল (অবতীর্ণ) হয় হিজরতে আগে। আর সেখান থেকে তাহাজ্জুদের সূচনা হয়। এই হাদীস থেকে এটাও প্রমানিত হয় যে তাহাজ্জুদ প্রথমে ফরয ছিল এবং এক বছর পর্যন্ত ফরয ছিল পরে সুরা মুজ্জাম্মিলের শেষ অংশ নাযিল হওয়ার পর ফরযিয়াত সমাপ্ত হয়ে যায় এবং তাহাজ্জুদ নফলে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তারাবীহ কোনদিন ফরয ছিল না। তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২২ নং প্রমানঃ

তারাবীহর নামায হল সুন্নতে মুআক্কাদা কিফায়া অপরদিকে তাহাজ্জুদের নামায হল সুন্নতে গায়ের মুআক্কিদা। তারাবীহর নামায জামাআত সহকারে পড়তে হবে কিন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে জামাআতের কোন প্রয়োজন নেই। তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২৩ নং প্রমানঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নবী (সাঃ) এর তাহাজ্জুদ এবং বেতেরের মাঝখানে ঘুমোন প্রমান আছে। কিন্তু তারাবীহ ও বেতেরের মাঝখানে ঘুমোনোর কোন প্রমান নেই। কেননা হাদীসে আছে, যখন রমযান মাস শুরু হয়ে যেত তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিছানায় গমন করতেন না। তাহলে তাহাজ্জুদ ও বেতের নামাযের মাঝখানে ঘুমোনর প্রমান হাদীস শরীফের আছে কিন্তু তারাবীহ ও বেতের নামাযের মাঝখানে ঘুমোনর প্রমান হাদীস শরীফে নেই। তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২৪ নং প্রমানঃ

তারাবীহর হাদীসকে মুহাদ্দিসরা তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ননা করেন নি। যদি তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায হত তাহলে তারাবীহর হাদীস এবং তাহাজ্জুদের হাদীস একই অধ্যায়ে বর্ননা করা হত। তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২৫ নং প্রমানঃ

তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য বড় জামাআতের গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন কিন্তু তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য বড় জামাআতের গুরুত্ব রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দেওয়ার কোন প্রমান হাদীসে নেই। তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে?

২৬ নং প্রমানঃ

তারাবীহর নামাযে কমপক্ষে একবার পুরো কুরআন খতম করা খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে প্রমানিত। কিন্তু তাহাজ্জুদের নামাযে কিরআতের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২৭ নং প্রমানঃ

তাহাজ্জুদের নামাযের রাকাআতের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই এবং সময়েরও কোন নির্দিষ্ট নেই। নিজের সামর্থ অনুযায়ী ২ রাকাআত থেকে ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ রাকাআত পর্যন্ত পড়া যেতে পারে। কিন্তু তারাবীহর নামাযে রাকাআত সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নিকট তারাবীহর নামায ২০ রাকাআত আর আহলে হাদীসদের নিকট ৮ রাকাআত। তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২৮ নং প্রমানঃ

তারাবীহর পরে বেতের নামায জামাআতের সাথে পড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত। যদিও তাহাজ্জুদের পরে বেতের নামায জামাআতে খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে পড়ার কোন প্রমান নেই। তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

২৯ নং প্রমানঃ

পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামায এই জন্যই যে প্রত্যেক নামাযের সময় আলাদা। ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসরা নামাযের সময় আলাদা আলাদা সময়ের লিখেছেন।

তারাবীহ এবং এশরাক দুটি আলাদা আলাদা নামায সেজন্য দুটি নামাযের সময় আলাদা এবং দুটি নামাযের সময় অন্যটির থেকে পৃথক। তাহাজ্জুদের নামাযের সময় রাতের এক তৃতীয়াংশের পর ফজরের নামাযের আগে পর্যন্ত। আর এশরাকের সময় সুর্য ডুবার পর। তাহলে এটা বুঝা গেল যে নামাযের সময় আলাদা আলাদা হওয়া এটা দলীল যে দুটি আলাদা আলাদা নামায। এবার দেখুন তারাবীহর নামাযের সময় এক না আলাদা? দেখুন তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদের নামাযের সময় আলাদা সুতরাং দুটি নামাযও আলাদা।

আহলে হাদীসদের নিকটও তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের সময় আলাদা। তাদের লেখা ফাতাওয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস' এর মধ্যে আছে, "তারাবীহ নামাযের সময় এশার নামাযের পর রাতের প্রথম অংশ এবং তাহাজ্জুদের নামাযের সময় হল, রাতের শেষ অংশ।" (খন্ড-৪ পৃষ্ঠা- ৩৩১)

উক্ত গ্রন্থে আর ও লেখা আছে, "যে ব্যাক্তি রমযান মাসে এশার পর তারাবীহর নামায পড়ে নেবে সে রাতের শেষ অংশে তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। তাহাজ্জুদের সময় টাই হল সকালের আগে। রাতের প্রথম অংশে তাহাজ্জুদ হয় না।" (ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস, খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-২৫১)

তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

৩০ নং প্রমানঃ

পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের নাম আলাদা তাই এর দ্বারা বোঝা যায় যে এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায আলাদা। পক্ষান্তরে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামা আলাদা তাই এই দুটি নামায ও আলাদা।

৩১ নং প্রমানঃ

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহঃ) লিখেছেন, “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের মধ্যে সময় এবং প্রকৃতির দিক থেকে পার্থক্য ছিল।......তারাবীহ মসজিদে জামাআতের সাথে হত অপরদিকে তাহাজ্জুদ এইরকম হত না। ......। তারাবীহ রাতের প্রথম অংশে শুরু করা হয় অপরদিকে তাহাজ্জুদ রাতের শেষ অংশে পড়া হয়। (আরফুস শাযী, পৃষ্ঠা-১৬৬)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহঃ) এরও বলেছেন, “অবশ্যই কিছু তাবেয়ীন থেকে রমযান মাসে তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ উভয় নামাযই পড়ার প্রমান রয়েছে।” (আরফুস শাযী, পৃষ্ঠা-১৬৬)

সুতরাং বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

৩২ নং প্রমানঃ

তাহাজ্জুদের নামাযের দ্বিতীয় নাম হল কিয়ামুল লাইল এবং তারাবীহর নামাযের দ্বিতীয় নাম হল কিয়ামে রমযান। আহলে হাদীস দের মহামান্য নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী লিখেছেন যে, “কিয়ামে লাইল ও কিয়ামে রমযান দুটি আলাদা আলাদা নামায।” (নজলুল আবরার বিল ইলমুল মাশওয়ার মিনাদ দাওয়াতুল আযকার, পৃষ্ঠা-৩০২)

সুতরাং আহলে হাদীসদের মহামান্য নবাব সিদ্দিক হাসান খানের নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

৩৩ নং প্রমানঃ

ইমাম মুহাম্মাদ বিন নসর মারওয়াযী তাঁর ‘কিয়ামে রমযান’ কিতাবে ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “মসজিদে তারাবীহ পড়ে ঘরে ফিরে আসবে, এবং দ্বিতীয়বার মসজিদে গিয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে।”

সুতরাং ইমাম মারওয়াযীর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামায দুটি আলাদা। তাঁর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি এক নামায নয়।

৩৪ নং প্রমানঃ

‘আর রওজাতুল মারীজ’ কিতাবে লেখা আছে, “তারাবীহর নামায ২০ রাকাআত সুন্নতে মুআক্কাদা, এই নামায পড়ার পর জামাআতের সাথে বেতের পড়বে। যে ব্যাক্তি তারাবীহর পর তাহাজ্জুদের নামায পড়ে সে যেন বেতের নামায তাহাজ্জুদের পরে পড়ে।” (আর রওজাতুল মারীজ, পৃষ্ঠা-২৫)

সুতরাং এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে তারাবীহর এবং তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায। কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদ্দেরকে বোঝাবে কে?

৩৫ নং প্রমানঃ

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে শিরিন (রহঃ) লিখেছেন, “আবু হালিমা কারী লোকেদেরকে রমযান মাসে ৪১ রাকাআত (২০ রাকাআত তারাবীহ, ১৬ রাকাআত নফল, ২ রাকাআত তাহাজ্জুদ, এবং ৩ রাকাআত বেতের) পড়াতেন।” (কিয়ামুল লাইল লিল মারওয়াযী, পৃষ্ঠা-১৫৮)

আল্লামা ইবনে শিরিনের এই বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায তাঁর নিকট আলাদা। একথা তিনি আবু হালিমা কারীর হাদীস দিয়ে প্রমান করেছেন।

৩৬ নং প্রমানঃ

হারামাইন শরীফে এশার নামাযের পর ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়া হয় এবং এই আমল সারা রমযান মাস চলে, এবং শেষ রাতে তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়া হয়। যদি রমযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায হত তাহলে হারামাইন শরীফের ইমামগন আলাদা আলাদা পড়েন কেন? এর দ্বারা প্রমান হয় হারামাইন শরীফের ইমামগনের নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

গায়ের মুকাল্লিদরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আমীন বলার সময়, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার সময়, রফয়ে ইয়াদাইন করার সময় দলীল দিয়ে থাকেন যে হারামাইন শরীফে এইসব আমল হয় কিন্তু তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ আলাদা পড়া এবং ২০ রাকাআত তারাবীহর বেলায় তাঁরা হারামাইন শরীফ ভুলে যান। এইসব ক্ষেত্রে তাঁরা হারামাইন শরীফকে পাছা দেখিয়ে পালিয়ে যান।

৩৭ নং প্রমানঃ

হাদীস গ্রন্থগুলি ভালোভাবে পড়লে বোঝা যায় যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায। কেননা হাদীসের ইমামগন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে জন্য আলাদা আলাদা বাব (অধ্যায়) নিয়ে এসেছেন। তাঁরা কেউ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে এক বলে মনে করতেন না।

তাহলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কিভবে এক নামায হতে পারে? তাই বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

৩৮ নং প্রমানঃ

দশ লাখ হাদীসের হাফিয হাম্বালী মাযহাবের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তারাবীহ ও ইতাহাজ্জুদের নামাযকে আলাদা আলাদা বলে বিশ্বাস করতেন। (মাকনা, পৃষ্ঠা-১৮৪)

সুতরাং ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায।

৩৯ নং প্রমানঃ

তারাবীহর নামাযে ডাকাডাকি করা জায়েয কিন্ত তাহাজুদের নামাযে ডাকাডাকি করা জায়েয নয়। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায দুটি আলাদা।

৪০ নং প্রমানঃ

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত ইমাম শাওকানী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে এক বলে মান্যকারীদেরকে মুর্খ ও জাহিল বলে গন্য করেছেন।

সুতরাং এই ৪০ টি প্রামান দ্বারা বুঝা গেল যে নবী (সাঃ) এর ব্যাক্তিগত আমল, সাহাবায়ের কেরামদের আমল ও বক্তব্য, জুমহুর মুহাদ্দিস ও ফুকাহা এবং উলামাদের এটাই মত যে তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায।

গায়ের মুকাল্লিদরা যে বলে থাকে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটু একই নামায এটা তাদের ভ্রান্ত ধারনা যার পিছনে কোন শরীহ দলীল নেই। যা আছে শুধু কিয়াস যা ভ্রান্ত ও মরদুদ।

যদি আহলে হাদীসদের নিকট কোন স্পষ্ট দলীল থাকে যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায তাহলে তারা প্রমান করুক। নাহয় নিজেদের জিদ এবং হটধর্মী ত্যাগ করে তাওবা করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাক। তা নাহলে আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক দ্বীন বুঝার তাওফীক দান করুন এবং সঠিকভাবে দ্বীনের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন)
২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন)
৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন)
৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) অফলাইন)
৫) আল কালামুস শরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন)
৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন)
৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন)
৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন)
৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য)
১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য)
১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য)
১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন)
১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য)
১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য)
১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (প্রকাশিতব্য)
১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন)
১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন)
১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত ((প্রকাশিতব্য)
২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য)
২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন)
২২) বেদ কি আল্লাহর বানী? (অনলাইন)
২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন)
২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)

২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন)
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য)
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
৩১) নাসিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (প্রকাশিতব্য)
৩৩) তসলিমা নাদসরিকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন)
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন)
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন)
৩৬) আল ফারক্কুস সরীহ বাইনা তাহাজ্জুদ ওয়াত তারাবীহ (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায) (অনলাইন)

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)]

২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)

[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)]

৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন)

৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়]